জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

৬ লক্ষে ফ্ল্যাট

আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শহরের বাসিন্দাদের মাথার উপর ছাদ দিতে নয়া উদ্যোগ রাজ্যের। ৬ লক্ষ টাকায় ১ কামরার ফ্ল্যাট দেওয়ার সিদ্ধান্ত। মাসিক আয় ২৫ হাজার টাকার কম হলে আবেদন করা যাবে

ফিরছে শীত

একধাক্কায় প্রায় ৩ ডিগ্রি নামতে পারে পারদ। পশ্চিমের জেলায় ৯ ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে তাপমাত্রা। বছর শেষে হাড়কাঁপানো শীতে জবুথবু দশা হবে রাজ্যবাসীর। ঘন কুয়াশায় কমেছে দৃশ্যমানতা

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আজ মন্ত্রিসভার বৈঠক

উন্নাও ধর্ষণ ও খুন-কাণ্ডে সাজাপ্রাপ্ত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়কের জামিন

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ২০৯ ● ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৫ ● ৮ পৌষ ১৪৩২ ● বুধবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 209 ● JAGO BANGLA ● WEDNESDAY ● 24 DECEMBER, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

২৯৪টি কেন্দ্র, কেন শুধুমাত্র ৮১ বিধানসভায় বেসলাইন সার্ভে হবে

মানুষের হেনস্থা মানবে না তৃণমূল

প্রতিবেদন : বাংলার মানুষের অযথা হেনস্থা, বাড়ি থেকে দূরে হিয়ারিং সেন্টারে পাঠানো, আধার কার্ডকে ১২ নম্বর নথি হিসেবে গ্রাহ্য-সহ একগুচ্ছ দাবি কলকাতায় সিইও দফতরে জানিয়ে এল পাঁচ সদস্যের তৃণমূল প্রতিনিধি দল। ছিলেন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ শশী পাঁজা, পুলক রায়, সাংসদ পার্থ ভৌমিক ও বাপি হালদার। ডেপুটেশনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, বেশ কিছু মানুষ সমস্যায় পড়ছেন সেই কথা জানিয়েছি। কিছু লোকের নামের বানান ভুল, পদবির ভুল, এগুলোর ক্ষেত্রে হিয়ারিংয়ের নোটিশ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া যে ১১টা ডকুমেন্ট বলছে কমিশন কিন্তু ১২ নম্বর হিসাবে আধার কার্ডকে জায়গা দিতে হবে। এই ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানতে হবে। হিয়ারিং সেন্টার ৩০-৪০ কিলোমিটার দূর যেতে হবে কেন? মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। আমরা বলছি পঞ্চায়েত অফিস, ব্লক অফিস, মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে হিয়ারিং করা দরকার। এছাড়া বিএলওদের ওপর অযথা চাপ দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা বাইরে থাকেন তাঁদের বাবা-মা এখানে ফিলআপ করেছেন (গার্জেন হিসেবে) তিনি কীভাবে আসবেন! এতে তো মানুষের চাকরি চলে যাবে! তার জন্য অন্য ব্যবস্থা নিক কমিশন। সব থেকে বড় কথা, বেসলাইন সার্ভে কীভাবে ৮১টা

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে অভিযোগ জানানোর পর সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূলের প্রতিনিধি দল। মঙ্গলবার।

বিধানসভায় করছেন? সব বিধানসভায় কেন হচ্ছে না এটা? প্রশ্ন তৃণমূল প্রতিনিধি দলের। এখানেই শেষ নয়, দেখা গেছে অনেকে বেঁচে আছে কিন্তু খসড়া তালিকায় তাকে মৃত দেখাচ্ছে। নতুন করে আবার ফর্ম ৬ ফিলআপ করতে হবে, এটা অপমান নয়? ভোট দেওয়া রাজ্যবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার। সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। মানুষকে যেন কষ্ট পেতে না হয়। রাজ্য সরকারি অফিসে না করলে কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসে করুন। কেউ হয়তো শিফট হয়নি কিন্তু শিফটেড বলা হচ্ছে। চন্দ্রিমা বলেন, ইসি বলছে জেলাশাসকদের গিয়ে ভেরিফাই করতে হবে। এটা কি সম্ভব? এছাড়া বিএলওদের ওপর যখন তখন নানারকম নির্দেশিকা চাপিয়ে দিচ্ছে। ওঁরা বিভ্রান্ত হচ্ছেন। এত জিনিস একসঙ্গে কীভাবে সম্ভব! এখনও পর্যন্ত ৪৬ জন মারা গিয়েছেন। এর দায় কে নেবে? প্রশ্ন প্রতিনিধি দলের। নির্বাচন কমিশনের অফিসটা তো বিজেপির পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে! চন্দ্রিমা বলেন, আমরা সবকিছুই সিইও-কে জানিয়ে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। নইলে প্রতিবাদ আরও তীব্র হবে। সাংবাদিকরা মতুয়াদের ভয় নিয়ে প্রশ্ন করলে পার্থ ভৌমিক বলেন, বিজেপির শান্তনু ঠাকুর এখন বুঝছেন কীভাবে মতুয়া সম্প্রদায়ের ওপর চাপ ডেকে এনেছেন। যার ফলে মতুয়ারা সমস্যায় পড়ছেন।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ক্ষত্রিয় সমাজের দফতরে সৌজন্য সাক্ষাতে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সকলের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। ক্ষত্রিয় সমাজের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীকে বরণ করে নেওয়া হয়। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে থেকে কুশল বিনিময় শেষে ফিরে যান মুখ্যমন্ত্রী। দলের তরফে সোশ্যাল মিডিয়ায় এই সংক্রান্ত ভিডিও শেয়ার করা হয়েছে। উৎসবের মরশুমে মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়ে যারপরনাই খুশি ক্ষত্রিয় সমাজের সকলে।

সামশেরগঞ্জে বাবা-ছেলে খুনে দোষীদের যাবজ্জীবন

প্রতিবেদন : সামশেরগঞ্জের জাফরাবাদে পিতা-পুত্র খুনে বিরাট সাফল্য রাজ্য পুলিশের! জাফরাবাদের বাসিন্দা হরগোবিন্দ দাস ও তাঁর পুত্র চন্দন দাসকে পিটিয়ে খুনের ঘটনায় মঙ্গলবার ১৩ দোষীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল জঙ্গিপুর মহকুমা আদালত। ঘটনার ৮ মাস ১০ দিনের মাথায় দোষীদের সাজা ঘোষণায় তৈরি হল নয়া নজির! ভারতীয় ন্যায় সংহিতার নবতম ধারা ১০৩(২) অর্থাৎ গণপিটুনিতে মৃত্যুর ধারায় অভিযুক্তদের দোষ প্রমাণ ও সাজা ঘোষণায় জাফরাবাদের এই মামলা দেশের বিচারব্যবস্থায় দ্বিতীয় নিদর্শন হয়ে রইল। এদিন সাজা ঘোষণার ঠিক আগে ভবানী ভবনে সাংবাদিক বৈঠক করে কোন পথে কোন পদ্ধতিতে এই মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার (এরপর ১০ পাতায়)

সাংবাদিক বৈঠকে এডিজি আইনশৃঙ্খলা সুপ্রতিম সরকার। মঙ্গলবার।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

খোলা হাওয়ায়

আমার মনের মনোমন্দিরে
খোলা জানলায়,
ধুলো রেখে
দিয়ো নিশ্বাস।
সবাই যখন সূর্যমগনে
স্বর্ণ ধুলায় ধরায় ধরায়
আমি রাখি মম বিশ্বাস।
রাঙা রোদের নব কোলাহলে
ঘাসের আঁচলে
অরুণের স্নানে
দিও কিরণ তীর্থ
কেতকী আকাশের লাল আভায়
ঝাউফুলের কিনারায়
কৌতুকী মেঘেরা ডাকে
কবে উঠবে সূর্য?
কঙ্কাবতীর কাঁকন কঙ্কনে
রূপসী আলোয় মেলো,
জোনাকি ঝিঁঝির বাঁশবনে
সবাই থাকুক ভালো।
বট-অশ্বত্থের বৃষ্টি রৌদ্রে
মেঘে ঢাকা গাছগুলো।
অস্পষ্ট বাতাসে শান্ত থাকে
হৃদয়ে ভরে আলো।
আমলকি বনের স্বপ্নমায়ায়
রামধনু আকাশ ডাকে,
পাখির ডাকের কিচির মিচির
আমাকে দেখাক তাকে।
মাটির পৃথিবীকে ভালোবেসে
কাদামাটি মাখা
রৌদ্র বৃষ্টিতে
করল মোরে ধন্য।
তোমার মুক্ত
অবিরত সাজে
সবাই মোরা পুণ্য।

বিদ্বেষের বিষে ভরা বিজেপির ধর্মের নামে বজ্জাতি

প্রতিবেদন : বিজেপি বিদ্বেষের বিষে ভরা একটি দল। ক্ষমতায় এসে দেশজুড়ে শুধু ঘৃণার রাজনীতি কায়েম করে বেড়াচ্ছে তারা। ধর্মের নামে বজ্জাতি চালাচ্ছে দেশে। ওড়িশা থেকে দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ— 'হিন্দুরাষ্ট্রে'র দোহাই দিয়ে আক্রমণ নামানো হয়েছে খ্রিস্টধর্মের বিশ্বাসের উপর। ওড়িশায় সান্তাক্লজের টুপি বিক্রিতে বাধা দিয়েছে একদল। দিল্লিতে সান্তা-টুপি পরা মহিলাদের হেনস্থা করা হয়েছে। উত্তরপ্রদেশে চার্চে ফাদারের ঘাড় ধরে হুমকি দেওয়া হয়। মধ্যপ্রদেশে আরও ভয়ানক ঘটনা। এই বিজেপি-রাজ্যে ছাড় নেই দৃষ্টিহীনেরও! 'ধর্মান্তরণে'র অভিযোগে দৃষ্টিহীন মহিলাকে মারধর করেন বিজেপি নেত্রী। বিজেপির অন্য ধর্মের উপর আঘাত প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে তৃণমূল। সোশ্যাল মিডিয়ায় তৃণমূল জানিয়েছে, (এরপর ১২ পাতায়)

গাজিয়াবাদে চার্চের ফাদারকে শাসানি। মধ্যপ্রদেশে দৃষ্টিহীনকে চড় বিজেপি নেত্রীর। ওড়িশায় সান্তা-টুপি বিক্রেতাকে শাসানি। দিল্লিতে সান্তা-টুপি পরায় প্রকাশ্যে বিজেপির হুমকি।

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 December, 2025 • Wednesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৫১ লিবিয়া এদিন স্বাধীনতা লাভ করে। লিবিয়া ছিল ইতালির কলোনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইতালির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সম্মুখভাগে থাকা সেনুসি আন্দোলনের আমির মোহাম্মদ ইদ্রিস ব্রিটিশদের পক্ষে অবস্থান নেন এই আশায় যে, ইতালিয়ানরা পরাজিত হলে লিবিয়া স্বাধীনতা কিংবা নিদেনপক্ষে স্বায়ত্তশাসন লাভ করবে। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষে ইউরোপিয়ানরা লিবিয়াকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু লিবিয়া জুড়ে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লে এবং আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কিছু আরব রাষ্ট্র এর বিরোধিতা করলে তা বাতিল হয়ে যায়। কথা ছিল তিনটি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশকে একত্রিত করে লিবিয়ান রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এর রাজা হবেন সাইরেনাইকা ইমারাতের আমির, ইদ্রিস আস-সেনুসি। অবশেষে নির্ধারিত তারিখের আগেই ১৯৫১ সালের ২৪ ডিসেম্বর, রাজা ইদ্রিস তাঁর বেনগাজির মানারা প্যালেস থেকে লিবিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। জন্মলাভ করে এক কৃত্রিম রাষ্ট্র 'ইউনাইটেড কিংডম অফ লিবিয়া'। কৃত্রিম এই কারণে, এর আগে কখনওই লিবিয়া নামে কোনও রাষ্ট্র ছিল না। ইতালিয়ান আমলের শেষের দিকের কয়েক বছর ছাড়া লিবিয়ার তিনটা প্রদেশ কখনওই একক প্রশাসনের অধীনে ছিল না।

১৮৯০

ডাঃ রফিউদ্দিন আহমেদ (১৮৯০–১৯৬৫) এদিন ঢাকার নবাবগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। প্রখ্যাত দন্তচিকিৎসক, শিক্ষাব্রতী ও পরবর্তীতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের মন্ত্রী ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তথা ভারতের প্রথম ডেন্টাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা। কলকাতার এই হাসপাতালটি তাঁরই নামে নামাঙ্কিত। দন্তচিকিৎসার প্রসারের জন্য রফিউদ্দিন কলকাতায় তাঁর মৌলালির বাড়ি এবং সংলগ্ন জমি সরকারকে দান করেছিলেন। ভারতবর্ষে আধুনিক দন্তচিকিৎসার জনক ডাক্তার রফিউদ্দিন আহমেদকে তাঁর পেশাগত ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৬৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'পদ্মভূষণ' উপাধি দেয়। ১৯৬৫ সালে কর্মবীর এই মানুষটির মৃত্যু হয়। ভারতীয় দন্তচিকিৎসার ইতিহাসে তাঁর অসামান্য অবদানের কথা স্মরণে রেখে তাঁর জন্মদিন ২৪ ডিসেম্বর তারিখটিকে 'ন্যাশনাল ডেন্টিস্ট ডে' হিসেবে পালন করা হয়।

২০১৮ (১৯২৭–২০১৮) **দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়** এদিন প্রয়াত হন। বাংলা গানের জগতে এক চলমান ইতিহাস তাঁর অভিযাত্রা শেষ করলেন। পঁচাত্তর বছরের সঙ্গীতজীবনে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় সেই মান্যতা অর্জন করেছিলেন। তাঁর প্রয়াণ তাই একটি অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি বলে গণ্য হতে পারে। রবীন্দ্রসঙ্গীত এবং বাংলা আধুনিক গান, দুই ধারাতেই সাবলীল বিচরণ শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তাঁর পরিচিতির পথ প্রশস্ত করেছিল। তিনি সাধ্যমতো সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছেন। সূচনাপর্বে পঙ্কজকুমার মল্লিক ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের উত্তরসূরি হিসাবে নিজেকে তুলে ধরতে যত্নবান ছিলেন তিনি। বস্তুত বাংলা গানে ভারী, পুরুষালি কণ্ঠের তেমন প্রাচুর্য তখন ছিল না। হেমন্ত-উত্তর শিল্পীদের দলে বেশ কিছুটা জুড়ে সেই ফাঁক দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় ভরাট করেছেন।

১৫২৪

ভাস্কো দা গামা এদিন প্রয়াত হন। পর্তুগিজ নাবিক, পঞ্চদশ শতাব্দীতে তিনি জাহাজযোগে সমুদ্রপথে ভারত আসেন। ৮ জুলাই ১৪৯৭-তে চারটি সামুদ্রিক জাহাজে ১৭০ জন মানুষ নিয়ে পর্তুগালের সমুদ্রতট থেকে সমুদ্রপথে ভারত নামক দেশ খোঁজার উদ্দেশ্যে রওনা হন। সমুদ্রপথে দশ মাস জাহাজে ভাসার পরে, ২০ মে, ১৪৯৮-তে তিনি কেরলের কালিকটে পৌঁছন।

১৯২৪ মহম্মদ রফি (১৯২৪–১৯৮০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান কোতিয়া সুলতান সিং। কাওয়ালি থেকে ভজন, গজল থেকে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত, সুরের বলয়ে প্রতিটি ক্ষেত্র সাক্ষী থেকেছে তাঁর অনবদ্য প্রতিভার। ভারত সরকার দিয়েছে 'পদ্মশ্রী'। পেয়েছেন 'সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ গায়কে'র সম্মান। তাঁর গাওয়া 'খোওয়া খোওয়া চাঁদ', 'আভি না যাও ছোড়কর', 'চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিল কো' প্রভৃতি গান আজও মন ছুঁয়ে যায়।

২৩ ডিসেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৬৬০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩৭৩০০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১৩০৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	২১১১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	২১১২৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৯০.৭৩	৮৮.৫৫
ইউরো	১০৬.৯৮	১০৩.৮৬
পাউন্ড	১২২.৪৩	১১৯.১৪

নজরকাড়া ইনস্টা

অন্বরীশ, সঙ্গে সস্ত্রীক সন্দীপ রায়।

অঙ্কুশ

কর্মসূচি

উত্তরপাড়া খাদ্য ও শিল্পমেলাতে জাগোবাংলার স্টলের উদ্বোধনে উপস্থিত রাজ্য তৃণমূল যুব সাধারণ সম্পাদক শুভদীপ মুখোপাধ্যায়, শ্রীরামপুর জেলা তৃণমূল যুব সহ-সভাপতি ও পুরসদস্য তাপস মুখোপাধ্যায়, উত্তরপাড়ার উপপ্রধান খোকন মণ্ডল, শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সভাপতি সৌভিক মণ্ডল প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৫৯৪

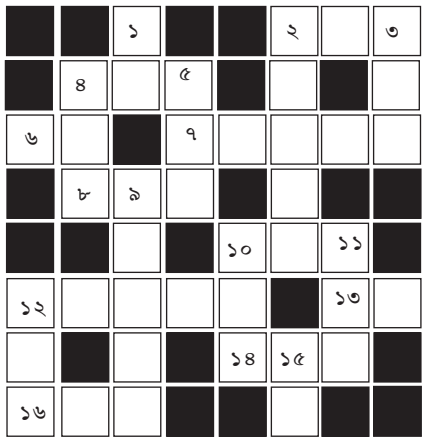

পাশাপাশি : ২. ঔদ্ধত্য, বেয়াদপি ৪. অনটন ৬. পাকা বাড়ির উপরের আচ্ছাদন ৭. কৃষিকর্ম ৮. নূতন, অভিনব ১০. যজ্ঞার্থ পশুবধ ১২. পরবর্তীকালের কবি বা মনীষী ১৩. মুণ্ড, মাথা ১৪. অমুক ব্যক্তি ১৬. অন্ধকার।

উপর-নিচ : ১. সৌন্দর্য, কান্তি ২. ছক ও গুটির খেলাবিশেষ ৩. আলোকরশ্মি, অংশু ৪. ভক্ষ্য বস্তু ৫. আচ্ছাদন ৯. চন্দ্র, চাঁদ ১০. মক্কার শাসনকর্তার উপাধি ১১. ধরন, রকম ১২. উল্খান ১৫. সমকোণে অবস্থিত।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৫৯৩ : পাশাপাশি : ১. খোলনলচে ৪. আদেশ ৫. পাগলামি ৬. সারবন্দি ৮. কাজেই ৯. লিপইয়ার। **উপর-নিচ :** ১. খোশনামি ২. নটুয়া ৩. চেহারাবন্দি ৫. পাহাড়তলি ৬. সাউকার ৭. ছাঁটাই।

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY

Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

24 December 2025 • Wednesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

ডায়মন্ড হারবার পোস্ট অফিসে এক মহিলার ব্যাগ কেটে ৫০ হাজার টাকা ছিনতাই। পোস্ট অফিসের মধ্যেই এই ঘটনায় শোরগোল। অপরাধীর খোঁজে চলছে তল্লাশি

মনীষী ও বিপ্লবীদের শ্রদ্ধায় সাজানো বাংলার ট্যাবলো

পাঁচবার বৈঠক! তারপরেও অনুমোদন দিল না কেন্দ্র

সুদেষ্ণা ঘোষাল • নয়াদিল্লি

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকাকে সর্বভারতীয় মঞ্চে তুলে ধরতে বীর বিপ্লবী ও মনীষীদের ছবি দিয়ে সাধারণতন্ত্র দিবসের ট্যাবলো সাজিয়েছিল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত সেই ভাবনাকে এখনও অনুমোদন দিল না কেন্দ্রের সরকার। ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসানে দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন যে বিপ্লবীরা, তাঁদের সিংহভাগই ছিলেন বাংলার। বাংলার বিপ্লবীদের আত্মবলিদানের কথা দেশের সামনে তুলে ধরতে আগামী ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসে পশ্চিমবঙ্গের ট্যাবলোর থিম করা হয় 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা'। ৫টি বৈঠকের পরও প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ এক্সপার্ট কমিটির সদস্যরা বাংলার ট্যাবলোর থিম অনুমোদন করেননি। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতেই

বাংলার ট্যাবলোকে অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না।

এবার ২৬ জানুয়ারি সাধারণতন্ত্র দিবসের প্যারেডে কেন্দ্রীয় সরকারের থিম হল বন্দেমাতরম এবং 'সমৃদ্ধি কা মন্ত্র— আত্মনির্ভর ভারত'। বন্দেমাতরম-র উল্লেখ থাকছে রাজ্যের ট্যাবলোর থিমেও। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত বন্দেমাতরম কীভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা-সহ গোটা দেশের বিপ্লবীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে, কীভাবে বন্দেমাতরম স্লোগান তুলে হাসতে হাসতে ফাঁসির মঞ্চে এগিয়ে গিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা, তার উল্লেখ ছিল বাংলার ট্যাবলোতেও। এই ট্যাবলো ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, বিপ্লবী বিনয়-বাদল-দীনেশসহ একঝাঁক মনীষী ও স্বাধীনতা সংগ্রামীর ছবি দিয়ে। বাজবে দেশাত্মবোধক গান। এই থিম-ভাবনা জানার পরেও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার ট্যাবলোকে অনুমোদন দেয়নি।

কলকাতা দক্ষিণের তৃণমূল সাংসদ মালা রায় এ-বিষয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর প্রশ্ন, বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামী, মনীষীদের নিয়ে ট্যাবলোর ক্ষেত্রে অনুমোদন দেওয়ার জন্য এত মিটিং করার কী প্রয়োজন? যাঁরা দেশ স্বাধীন করেছেন, তাঁদের শ্রদ্ধা জানিয়ে ট্যাবলো অনুমোদন দেওয়ার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের এই টালবাহানা আসলে ওদের রাজনৈতিক দীনতা এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ রাজনীতির পরিচয় বহন করে। — ফাইল চিত্র

■ কাউন্সিলর মৌসুমী দাসের উদ্যোগে যোধপুর পার্কে ১০০১ শিশু ও কিশোরকে এক পাউন্ড করে কেক ও সান্তাক্লজ টুপি উপহার। ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম, সাংসদ মালা রায়, বিধায়ক ও মেয়র দেবাশিস কুমার, মেয়র পারিষদ সন্দীপ বক্সি, অসীম বসু, শামস ইকবাল, তবরাজ আনসারি প্রমুখ। মঙ্গলবার।

■ মঙ্গলবার মহাজাতি সদনে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেডের উদ্যোগে পালিত হল আন্তর্জাতিক সমবায় বর্ষ। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক স্বর্ণকমল সাহা, আশিস চক্রবর্তী-সহ বিশিষ্টরা।

আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী

প্রতিবেদন : সামনেই বড়দিন, ইংরেজি নববর্ষ ও গঙ্গাসাগর মেলা। তার আগে রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার নবান্নে এই বৈঠক বসতে চলেছে। রাজ্য সরকারের তরফে মন্ত্রিসভার সমস্ত সদস্যকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে। তার মধ্যে অন্যতম হুগলির উত্তরপাড়ায় রেল কোচ কারখানা গড়ে তুলতে টিটাগড় ওয়াগনসকে প্রায় সাড়ে তিনশো একর জমি দেওয়ার বিষয়টি। শিল্প ও কর্মসংস্থানের দিক থেকে এই প্রকল্পকে রাজ্য সরকারের তরফে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। অন্যদিকে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ৫ জানুয়ারি জানুয়ারি গঙ্গাসাগর যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। সেখানে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধনের পাশাপাশি মুড়ি গঙ্গার নদীর উপর নয়া সেতুর কাজের সূচনাও করবেন তিনি। এ-নিয়ে নবান্নে আগেই বৈঠক হয়েছে।

প্লাস্টিক বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে রাজ্যে হচ্ছে ১,৭৬০ কিমি রাস্তা

প্রতিবেদন : পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পের আওতায় এবছর রাজ্যজুড়ে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে প্রায় ১,৭৬০ কিলোমিটার বিটুমিনাস রাস্তা নির্মাণ করা হবে। পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দফতর জানিয়েছে, এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি হবে ২০৪.৫৬ কিলোমিটার রাস্তা। দ্বিতীয় স্থানে নদিয়া, যেখানে ১৭২.৪৬ কিলোমিটার এবং তৃতীয় স্থানে থাকা উত্তর দিনাজপুরে ১৬৭.৪৯ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের অনুমোদন মিলেছে। এ ছাড়াও মুর্শিদাবাদে ১৫৮.৩৪ কিলোমিটার, দার্জিলিংয়ে ১১৯.৯৩ কিলোমিটার, জলপাইগুড়িতে ১১৬.৫৯ কিলোমিটার এবং পূর্ব বর্ধমানে ১১০.৪৮ কিলোমিটার রাস্তা প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করে তৈরি হবে। কলকাতা বাদে রাজ্যের সব জেলাতেই এই ধরনের রাস্তা নির্মাণে জোর দেওয়া হয়েছে। কলকাতা পুর এলাকার রাস্তা কলকাতা পুরসভার অধীনে থাকায় তারা এই প্রকল্পের বাইরে।

গত ১১ ডিসেম্বর নদিয়ার কৃষ্ণনগর থেকে পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পের চতুর্থ পর্যায়ের সূচনা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পর্যায়ে রাজ্যের গ্রাম ও শহর মিলিয়ে মোট ২০,০৩০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্পের সুফল পাবেন প্রায় ৩৫ হাজার গ্রামের বাসিন্দা এবং ১২৮টি শহরাঞ্চলের মানুষ। পুরো প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৮,৪৮৭.৮৩ কোটি টাকা, যা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের অর্থেই বাস্তবায়িত হবে। রাস্তা নির্মাণে প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করলে তা ল্যান্ডফিল, নদী ও সমুদ্রে যাওয়ার পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে কমায়। প্লাস্টিক মিশ্রিত বিটুমিনে তৈরি রাস্তা সাধারণ রাস্তারের তুলনায় বেশি টেকসই। অতিরিক্ত তাপমাত্রা, জল জমে থাকা বা ভারী যান চলাচলেও এই রাস্তা সহজে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ফাটল কম হয় এবং রাস্তার সামগ্রিক গুণমান উন্নত হয়।

এছাড়া প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবহার করলে বিটুমিনের খরচও কমে, বিশেষ করে যেখানে প্লাস্টিক বর্জ্যের পরিমাণ বেশি। উল্লেখ্য, কেন্দ্রের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের জারি করা ২০১৬ সালের প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিতেও ভারতীয় রোড কংগ্রেসের নির্দেশিকা মেনে প্লাস্টিক রাস্তা নির্মাণে ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে।

সিইও অফিসে বিক্ষোভে, মামলা রুজু পুলিশের

প্রতিবেদন : ফের কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে বিএলওদের বিক্ষোভ। গত কয়েকদিন ধরেই এসআইআরের কাজ নিয়ে বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করে সিইও'র সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছে বিএলও অধিকার মঞ্চ। মঙ্গলবার দুপুরেও সিইও দফতরে ঢোকা নিয়ে বিএলওদের সঙ্গে পুলিশের ব্যাপক ধস্তাধস্তি বাধে। উত্তাল হয় বিবাদী বাগ চত্বর। বিক্ষোভের ঘটনায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়া, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করেছে হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ। তদন্তে নেমে ইতিমধ্যেই সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ।

এবার পুরসভা থেকেই পাওয়া যাবে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট

প্রতিবেদন : এসআইআর আবহে নাগরিকদের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ পদক্ষেপ নিল কলকাতা পুরসভা। পার্মানেন্ট রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট বা ডোমিসাইল সার্টিফিকেট এবার পাওয়া যাবে পুরসভার কেন্দ্রীয় ভবন থেকেই। এতদিন স্থানীয় কাউন্সিলর কিংবা বিধায়ক-সাংসদরাই এই সার্টিফিকেট দিতেন। কিন্তু এসআইআরে প্রামাণ্য নথি হিসেবে এই সার্টিফিকেট নিয়ে নির্বাচন কমিশন শর্ত রেখেছে, কোনও জনপ্রতিনিধি দেওয়া রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ভোটার লিস্টের ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হবে না। সরকারি সার্টিফিকেট প্রয়োজন। তাই এবার কলকাতা পুরসভা থেকেই এই সার্টিফিকেট দেওয়া হবে বলে জানালেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সোমবার মেয়র পারিষদের বৈঠক শেষে মহানাগরিক বলেন, এতদিন টাউন হল থেকে এই সার্টিফিকেট দেওয়া হত। এবার পুরসভার কেন্দ্রীয় দফতরেই পাওয়া যাবে। তবে অনেক প্রবীণ মানুষ রয়েছেন যাঁদের পক্ষে পুরসভায় আসা সম্ভব নয়। তাঁরা বরো অফিসেই আবেদন জানাতে পারবেন এবং সেখানেই কাগজপত্র জমা দেবেন। পরে সেই বরো অফিস থেকেই সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারবেন। একইসঙ্গে মেয়রের বক্তব্য, এসআইআরের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট নিয়ে সাধারণ মানুষের যাতে হয়রানি না হয়, সেজন্যই কলকাতা পুরসভা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যেই এই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে। পাশাপাশি তিনি আরও জানিয়েছেন, পুরসভায় জন্ম-মৃত্যু সার্টিফিকেট দেওয়ার জন্য বর্তমানে ২০টি কাউন্টার রয়েছে। তার সঙ্গে এবার জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র মিলবে বরো অফিস থেকেও।

সেবাশ্রয় : উপকৃত প্রায় দেড় লক্ষ

প্রতিবেদন : দেড়লক্ষের গোড়ায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মস্তিষ্কপ্রসূত সেবাশ্রয়-২। ডায়মন্ড হারবারের সকলের সুস্বাস্থ্যের অঙ্গীকার নিয়ে শুরু হওয়া সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবিরে মঙ্গলবার পর্যন্ত উপকৃত মানুষের সঙ্গে ১ লক্ষ ৪২ হাজার ২৮৮ জন। মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, বজবজের পর সোমবার থেকে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রেও শুরু হয়েছে ১৫টি সেবাশ্রয় স্বাস্থ্যশিবির। মঙ্গলবার বিষ্ণুপুরে সেবাশ্রয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবায় উপকৃত মানুষের সংখ্যা ২,৮৯২ জন। মোট ১,৩৩৪ জনকে চিকিৎসার পর বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেওয়া হয়েছে। ১,৩৫৬ জনের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিনামূল্যে সম্পন্ন হয়েছে। এদিন ৬ জনকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বেসরকারি হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
24 December, 2025 • Wednesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

লড়াই হবে

বিজেপি রাজ্যগুলিতে দিকে দিকে যা ঘটছে তা এককথায় দেশের ধর্মনিরপেক্ষতার মেরুদণ্ডকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়ার চক্রান্ত চলছে। এই দেশের সংবিধান ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলে। সব ধর্মের মানুষ সমান গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের ধর্মাচরণ করবেন এটাই আম্বেদকর-সহ সংবিধান প্রণেতাদের লক্ষ্য ছিল। বিজেপি চাইছে এই দেশকে হিন্দুরাষ্ট্র বানাতে। আসল উদ্দেশ্য হল ধর্মের নামে হানাহানি করে দেশের ভিত্তিটাকেই নড়বড়ে করে দেওয়া। ওড়িশায় দেখা গেল সান্তাক্লজের টুপি বিক্রি করছে বলে এক ধর্মান্ধ নেতা বলল, জগন্নাথদেবের রাজ্যে এসব চলবে না। গাজিয়াবাদে প্রকাশ্য সভায় হিন্দুত্ববাদীরা ঢুকে গিয়ে যিশু কীভাবে জন্ম নিয়েছেন কিংবা বাইবেল কীভাবে লেখা হয়েছে তা জানতে চাইছে। এমনকী লজ্জার মাথা খেয়ে এক মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, বলো তুমি কীভাবে জন্ম নিয়েছ? মধ্যপ্রদেশে এক দৃষ্টিহীন খ্রিস্টান কিশোরী বিজেপি নেত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বিজেপি নেত্রী রেগে গিয়ে তার গাল টিপে দিয়ে চড় মারতে গেলেন। আবার দিল্লিতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সান্তাক্লজের টুপি পরে ঘুরে বেড়ানোয় প্রবল হুমকি দিয়ে বলা হল, এসব চলবে না। বাড়িতে গিয়ে করো। এ-কোন ভারতবর্ষের ছবি তুলে ধরছে বিজেপি আর তার চেলাচামুণ্ডারা। এটাই এখন বিজেপির নীতি। ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করার চক্রান্ত চলছে একেবারে রাষ্ট্রীয় সাহায্যে। চলতে পারে না। প্রতিরোধ হবে। প্রতিবাদ হবে। লড়াই হবে। এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আর এই লড়াইতে নেতৃত্ব দেবে বাংলাই।

e-mail থেকে চিঠি

মন্দির অর্থনীতিতেও বঙ্গের সাফল্য

কে না জানে, ধর্মস্থানে কেবল পুণ্য অর্জন হয় না, অর্থ উপার্জনের পথও সুগম হয়। শাস্ত্রেও ধর্মের পরেই আছে অর্থ। সুতরাং, ধর্মস্থানে কেবল সংসার উদাসী বিবাগীদের আনাগোনা নয়, রাজস্ব বৃদ্ধির সংকেতও থাকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যবস্থাপনায় যখন দিঘায় জগন্নাথধাম গড়ে উঠল, তখন যাঁরা সেটির সমালোচনা করতে রে রে করে নেমে পড়েছিলেন, তাঁরা যে ঠিক কাজ করেননি, সেটা এখন সুপ্রমাণিত। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে নির্মিত দিঘার জগন্নাথধাম তথা সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের উদ্বোধনের আট মাস এখনও কাটেনি। তার মধ্যে নিজস্ব মাইলফলক তৈরি করে ফেলেছে এই মন্দির। ইতিমধ্যে দর্শনার্থী তথা পুণ্যার্থীর সংখ্যা ৯৫ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। যে সংখ্যক দর্শনার্থী প্রতিদিন জগন্নাথ দর্শনে আসছেন, তাতে এই ডিসেম্বরে কোটির গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। স্থানীয় বাসিন্দা থেকে ছোট-বড় ব্যবসায়ী, টোটোচালক থেকে হোটেল কর্তৃপক্ষ, সকলেই একযোগে স্বীকার করে নিচ্ছেন গত আট মাসে লক্ষণীয় ভাবে ভিড় বেড়েছে দিঘায়। আরও উপার্জনের পথ খুলেছে। জগন্নাথধামে ভিড় কেমন হচ্ছে, তার একটি আভাস পাওয়া যাচ্ছে মন্দিরের দানপাত্র থেকেও। তিন-চারদিন পর গত সোমবার মন্দিরের দানপাত্র খুলেছিলেন কর্তৃপক্ষ। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রণামীর পরিমাণ ৭ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা। প্রণামী ছাড়াও মন্দির কর্তৃপক্ষের আয়ের আরও একটি উৎস ভোগ। জগন্নাথ-সুভদ্রা-বলরামের দর্শন সেরে চাইলে ভোগ খেতে পারেন দর্শনার্থীরা। খিচুড়ি ভোগ খেলে থালা প্রতি মূল্য ১০০ টাকা। এখন প্রতিদিন গড়ে ৫০০ থেকে ৫৫০টি 'থালি' তৈরি হয়। কাল বড়দিন। বর্ষশেষের সপ্তাহে বরাবরই আলাদা করে ভিড় টানে দিঘা। তাই জগন্নাথধাম খোলার আট মাসের মধ্যে দর্শনার্থীর সংখ্যা কোটি ছাড়িয়ে যেতে কোনও সমস্যাই হবে না। এক বছর আগেও পূর্ব মেদিনীপুরের সমুদ্র উপকূল ছিল শুধুই পর্যটন কেন্দ্র। তবে প্রসিদ্ধ এবং পরিচিত। তার বড় কারণ, সপ্তাহান্তে ঝটিকা সফরের জন্য অন্যতম আদর্শ স্থান। অক্ষয়তৃতীয়ার দিন থেকে দিঘার সমুদ্রের 'টানের' সঙ্গে জুড়েছে মন্দিরের আকর্ষণ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূরদৃষ্টির সুফল প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

— রাজীব দত্ত, মেট্রোপলিটন, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

শূন্য পুরাণ থেকে শিখরমুখী উড়ান

রাজ্যে আইটি ইন্ডাস্ট্রি

বামেদের প্রচার কৌশলের সৌজন্যে বিষয়টা প্রায়ই অনালোচিত থেকে যায়। ফলে, কুৎসাকারীদের সহজ টার্গেট হয়ে যায় মমতা-শাসন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি শিল্প বিমুখ! অথচ, সত্যিটা অন্যরকম। বামেদের উগ্র ট্রেড ইউনিয়নবাজির সুবাদে রাজ্যে যেখানে কম্পিউটারের বিদায় যাত্রা নিশ্চিত হয়েছিল, আজ সেখানে অন্য হাওয়া। অধোগমনের ইশারা মুছে ডানায় উন্নয়নের চিহ্ন। লিখছেন **অর্ণব দাস**

সালটা ১৯৯০। বাংলার মসনদে সর্বহারার মহান নেতা জ্যোতি বসু।

সমগ্র ৮০-র দশক জুড়ে জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়ন-এর বদান্যতায় একের পর এক কল-কারখানা আর জুটমিল বন্ধ করে দেওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র বাঙালি মেধার আকর্ষণে কলকাতায় তাদের শাখা খুলতে অতি উৎসাহী ছিল বিশ্বের সর্ববৃহৎ তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা মাইক্রোসফট।

কিন্তু জ্যোতি ছিলেন জ্যোতিতে (মস্তিষ্কের লোডশেডিং-এ) এবং সিপিআইএম ছিল বর্তমান সিপিআইএম-এই (পড়ুন মস্তিষ্ক মহাশূন্যতায়)। প্রাথমিক থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার 'ঐতিহাসিক ভুল' সিদ্ধান্তের পরেই বাংলার শিল্পায়নের কফিনের ওপর শেষ পেরেকটি পোঁতা হল মাইক্রোসফট প্রধান-এর ভারত সফরের দিনেই। সেদিন কলকাতার রাজপথে লাল ঝান্ডা হাতে কম্পিউটার ভেঙে মাইক্রোসফটকে কলকাতায় ব্যবসা করতে না দেওয়ার সুস্পষ্ট হুমকি বার্তা দেওয়া হয়েছিল।

না, মাইক্রোসফট হাজার হাজার একর চার ফসলি জমিতে তাদের সংস্থা খুলতে চায়নি, মাইক্রোসফট কলকাতার বুকে দাম দিয়ে কয়েক বিঘে অকৃষি জমি কিনে ব্যবসা করতে চেয়েছিল, আর মাইক্রোসফট-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কলকাতায় ব্যবসা করতে আসছিল শতাধিক গ্লোবাল আইটি ব্র্যান্ড। বিশ্বের নামীদামি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় চাকরি হত হাজার হাজার বাঙালি যুবক-যুবতীর। কিন্তু সেটা হতে দেওয়া হল না, লাল ঝান্ডা আর লাল চোখের রাঙানিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে মাইক্রোসফট-সহ একাধিক সংস্থা পাড়ি দিল বেঙ্গালুরু-হায়দরাবাদে।

তারপর হুগলি নদী দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদের মতো অপেক্ষাকৃত ছোট শহরগুলি একের পর এক তথ্য-প্রযুক্তি এবং টেলিকম সংস্থার হাত ধরে ফুলে ফেঁপে উঠতে শুরু করল আর বাঙালি মেধার দক্ষিণমুখী যাত্রা শুরু হল।

৯০ দশকের মাঝামাঝি যখন বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, চেন্নাই, পুণে, দিল্লি, এনসিআর এমনকী পার্শ্বরাজ্য ওড়িশার ভুবনেশ্বরে গজিয়ে উঠল একের পর এক তথ্য-প্রযুক্তি হাব, তখন কুয়োর ব্যাঙ সিপিএমের টনক নড়ল। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

২০০০ থেকে ২০১১ পর্যন্ত সল্টলেকের তথ্যপ্রযুক্তি হাবের বড় ব্র্যান্ড মাত্র চারটি— টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস, আইবিএম, উইপ্রো এবং কগনিজেন্ট। এবং তার সঙ্গে গোটা ১০-১২টি ছোটখাটো বিপিও সংস্থা।

২০০০ সালের পরের তথ্য অনুযায়ী সেই সময় সল্টলেকের সেক্টর ফাইভের তথ্য-প্রযুক্তি এবং বিপিও সংস্থাগুলিতে কাজ করতেন ৮-৯ হাজার মানুষ।

২০২১-২২'এ সেই সংখ্যাটা বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ৬০ হাজার এবং বড়-ছোট মিলিয়ে আজকের তারিখে কলকাতায় তথ্য-প্রযুক্তি সংস্থার সংখ্যা প্রায় ১৫০০ ছুঁইছুঁই।

শুধু ২০২১ থেকে ২০২৫-এর মধ্যেই কলকাতায় ব্যবসা করতে এসেছে ৪৩টি নামী তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা— মাইন্ডট্রি, টেকমাহিন্দ্রা, জেনসার, ডেলয়েট, ডিএক্সসি টেকনোলজিস, ক্যাপজেমিনি, অ্যাকসেন্চার— কে নেই সেই তালিকায়।

টাটা কনসালটেন্সির গীতাঞ্জলি পার্ক হল পূর্ব ভারতের সর্ববৃহৎ তথ্য-প্রযুক্তি ক্যাম্পাস যেখানে কাজ করে ১৭০০০ ছেলেমেয়ে— এটাও তৈরি হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বকালেই। এই সময়কালে কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সংখ্যায় জোয়ার আসার ফলে সেক্টর ফাইভ ছাড়িয়ে রাজারহাট-নিউটাউনের আইটি পার্কে একে-একে গজিয়ে উঠেছে বিশ্ববন্দিত সব আইটি ফার্ম।

সিপিএম আমলের জমিজট কাটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় কলকাতায় এসেছে বাঙালি প্রযুক্তিবিদদের 'সাধের ইনফোসিস'! ঠিক ইনফোসিস ক্যাম্পাসের পাশেই গড়ে উঠেছে আইটিসি ইনফোটেকের সুবিশাল ক্যাম্পাস, কাছেই উইপ্রো শুরু করেছে কলকাতায় তাদের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের কাজ। জল, আলো, রাস্তা সহ ইনফ্রাস্ট্রাকচারাল সমস্তরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

কলকাতায় তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সংখ্যায় জোয়ার আসার ফলে সেক্টর ফাইভ ছাড়িয়ে রাজারহাট-নিউটাউনের আইটি পার্কে একে-একে গজিয়ে উঠেছে বিশ্ববন্দিত সব আইটি ফার্ম

এরপরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুনতে হয় তিনি নাকি শিল্প-বিরোধী! এরপরেও ইচ্ছাকৃত এবং স্বভাবসুলভ কুৎসা হয় যে "কলকাতায় নাকি ভাল চাকরি নেই", "সব কোম্পানি বাংলা ছেড়ে চলে গেছে" ইত্যাদি প্রভৃতি।

কুৎসাকারীদের জন্যই এই তথ্যগুলো পরিবেশন করা জরুরি ছিল, আর যাঁরা এই কুৎসাকারীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হন, এই ইন্টারনেট-এআই-এর যুগে এই তথ্যের সত্যতা যাচাই করা তাঁদের কাছে খুব কঠিন কাজ নয়।

একটা ৩৪ বছরের সরকার একটা জাতির তিনটে প্রজন্মকে পঙ্গু করে দিয়ে বিদায় নিয়েছিল, সেখান থেকে বাংলাকে টেনে তোলার যে প্রাণপণ লড়াই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লড়ছেন সেই লড়াইকে কুর্নিশ!

কুৎসাকারীদের মুখে ঝামা ঘষে এভাবেই এগিয়ে চলুক বাংলা ও বাঙালি, আর ভাল থাকুন মমতা!

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রানাঘাট ১ তৃণমূলের উদ্যোগে
এসআইআরের প্রতিবাদে সভা

মুখোশ খসে পড়ল, প্রমাণিত বিজেপির মেকি মতুয়া-প্রেম

প্রতিবেদন : বিজেপির মতুয়া-প্রেম যে কতটা ঠুনকো, তা একদম অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণ হয়ে গেল বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যে! মোদি সরকারের মন্ত্রিসভায় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শান্তনু দিনের শেষে মতুয়া সম্প্রদায়েরই একজন। আর একজন মতুয়া প্রতিনিধি হয়ে এসআইআরে মতুয়াদের নাম বাদ নিয়ে শান্তনু নির্লজ্জের মতো যে মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে ছি ছি রব উঠেছে মতুয়ামহলের অন্দরেই। বিজেপি-কমিশনের এসআইআর চক্রান্তে ভোটার তালিকা থেকে ১ লক্ষ মতুয়ার নাম বাদ যাওয়াকেও নিতান্তই 'সামান্য বিষয়' বলে দাবি করছেন শান্তনু। নিজেদের আখের গোছাতে শান্তনু ঠাকুর আজ নিজের সম্প্রদায়ের মানুষকেই বলি দিচ্ছেন। সম্প্রতি বিজেপির এক পথসভায় শান্তনু বলেছেন, ৫০ লক্ষ রোহিঙ্গা-বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী বাদ দেওয়ার জন্য যদি এক লক্ষ মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম বাদ যায়, তাও মেনে নিতে হবে। এটুকু সহ্য করতে হবে! বিজেপি যে আসলে রাজনৈতিক স্বার্থ আর ক্ষমতার অপব্যবহার ছাড়া কিছুই বোঝে না, শান্তনুর এই মন্তব্যে বিজেপির সেই জনবিরোধী মুখোশ খুলে গিয়েছে। এসআইআর-এর আড়ালে সিএএ চালু করে মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে তাঁদের ঘরছাড়া করার এই ষড়যন্ত্রের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। শান্তনু ঠাকুরের বেআক্কেলে মন্তব্যের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছেন মতুয়া সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুরও। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, মতুয়াদের ব্যবহার করেছে শান্তনু ঠাকুর। যে মতুয়াদের ভোটে সংসদ থেকে মন্ত্রী হয়েছে, তাদের প্রতি কোনও দায়বদ্ধতা নেই ওঁর। এখন এসআইআরের মাধ্যমে মতুয়াদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত করছে। হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ ঠাকুরের পরিবারে জন্মগ্রহণ করে মতুয়াদের এভাবে বিপদে ফেলার এত সাহস ও পেল কী করে? মতুয়াদের বিপদে ফেলার সব দায় শান্তনুকেই নিতে হবে! বুধবার দুপুরে শান্তনুর কাছে কৈফিয়ত চাইতে যাবে মতুয়া সম্প্রদায়।

■ সাংবাদিক বৈঠকে সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর। মঙ্গলবার।

ফিরছে শীত পারদ নামবে ১৩ ডিগ্রিতে

প্রতিবেদন : বড়দিনে ফিরবে শীতের আমেজ। একধাক্কায় প্রায় ৩ ডিগ্রি নামতে পারে পারদ। পশ্চিমের জেলাগুলোতে ৯ ডিগ্রি পর্যন্ত নামতে পারে তাপমাত্রা। ভোরবেলায় কুয়াশা থাকলেও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাশ পরিষ্কার হচ্ছে। তবে পশ্চিমি ঝঞ্ঝা কেটে যাওয়ার পর উত্তুরে হাওয়ায় শীতের শিরশিরানি অনুভূত হচ্ছে ভালই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, দক্ষিণ বঙ্গের জেলাগুলিতে পারদ নামতে পারে ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। বছর শেষে হাড়কাঁপানো শীতে জবুথবু দশা হবে রাজ্যবাসীর। উত্তরে ইতিমধ্যেই ভালই ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে। দার্জিলিং ও পার্বত্য জেলাগুলোতে ৫ ডিগ্রিতে নেমেছে তাপমাত্রা। ঘন কুয়াশার জেরে কমেছে দৃশ্যমানতা। আপাতত বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই। আগামী কয়েকদিন শুষ্ক আবহাওয়াই থাকবে রাজ্য জুড়ে।

গদ্দারের চক্রান্ত ও নাটক যুক্তি দিয়ে ওড়াল তৃণমূল

প্রতিবেদন : প্রতিবেশী বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে কলকাতার বাংলাদেশ উপ দূতাবাসের সামনে মঙ্গলবার দুপুরে যে ঘটনা ঘটল, সেটা সম্পূর্ণ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ। গদ্দারের নেতৃত্বে যাঁরা এটা ঘটালেন তাঁরা তো সবাই বিজেপির লোক। তাহলে তাঁরা এখানে কেন বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, তাঁদের তো দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা উচিত। এভাবেই এদিন বিজেপিকে পাল্টা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ একের পর এক যুক্তি ও তথ্য তুলে ধরে গদ্দারের এই রাজনৈতিক দ্বিচারিতার পর্দাফাঁস করে দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একের পর এক যুক্তি সাজিয়ে কুণাল বলেন—

- পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রথম থেকেই বলে আসছে নীতিগতভাবে এবং রীতিগতভাবে বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার যা করবে রাজ্য সরকার তাকেই সমর্থন করবে।
- বাংলাদেশ উপ দূতাবাসের সামনে এই ঘটনা পুরোপুরি দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ।
- আজ যাঁরা এই কাজ করলেন তাঁরা তো সবাই বিজেপির লোক। তাহলে তাঁরা এখানে কেন গোলমাল করছেন? তাঁদের তো দিল্লি গিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে এই ঘটনায় হস্তক্ষেপ করার কথা বলা উচিত। তা না করে তাঁরা এখানে গন্ডগোল পাকিয়ে সস্তা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছেন।
- এখানে গোলমাল করলে পুলিশ তো আটকাবেই। কারণ, ওটা অন্য দেশের দূতাবাস। সেখানে কোনও ঘটনা ঘটে গেলে তার পুরো দায়টা এসে পড়বে রাজ্য সরকারের ওপর। তাঁরা আসলে এটাই চাইছিলেন।
- তবে তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, তাঁরা যত এসব করবেন, ততই এটা প্রমাণিত হবে যে কেন্দ্রীয় সরকার গোটা ঘটনায় বাংলাদেশকে কোনও কড়া বার্তা দিতে পারছে না।

চলতি সপ্তাহে হচ্ছে না নবম দশমের নথি যাচাই

প্রতিবেদন : নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের জন্য চলতি সপ্তাহ থেকেই নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে এসএসসি। মূলত এই সময়ে ওয়েবসাইটে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলবে। তাই নথি যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে নতুন বছর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাজ শুরু হয়ে যাবে বলেও জানানো হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার বলেন, ওয়েবসাইট রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। তাই ২৬ ডিসেম্বর এই প্রক্রিয়া শুরু করা যাবে না। তবে বছর শেষের আগেই আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করছি। প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্ট 'যোগ্য' শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সবেতন কাজের মেয়াদ ৮ মাস বাড়িয়ে করে আগামী বছরের ৩১ অগাস্ট পর্যন্ত করেছে। জানা গিয়েছে, ২৯ ডিসেম্বর থেকে বাংলা, ইংরেজি বিষয়ে তথ্য যাচাইয়ের কাজ শুরু হবে। তারপর পর্যায়ক্রমে অন্য বিষয়গুলির তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হবে।

■ কলকাতা প্রেস ক্লাব আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী গ্রামীণ শিল্পীদের নিয়ে এক অভিনব প্রদর্শনী ও উৎসব মেলা শুরু হল মঙ্গলবার থেকে। উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ বিশিষ্টরা।

■ খড়দহ ব্লক তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের ১৫ বছরের 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচির প্রচারে মঙ্গলবার বিলকান্দা ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক ও মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

সময় বেঁধে দিল আদালত

প্রতিবেদন : চিংড়িহাটা মেট্রোর কাজ শেষ করা নিয়ে এবার কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আগামী বছর ১৫ ফেব্রুয়ারির আগে এই কাজ শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে। এর জন্য পুলিশকেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, কোন তিনদিন ট্রাফিক ব্লক করা যাবে, তা আগে থেকে নির্দিষ্ট করে আগামী ৬ জানুয়ারির আগে তা জানিয়ে দিতে হবে রেল বিকাশ নিগমকে । এই কাজ হয়ে গেলে নিউ গড়িয়া থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত মেট্রো চলবে। বারবার সময় বাড়ানোর ফলে সাধারণ মানুষই সবচেয়ে বেশি ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন।

■ মঙ্গলবার দুপুরে উত্তর ২৪ পরগনার নিউবারাকপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডে ঘ্যাসের মাঠ এলাকায় সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শন করলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা-সহ অন্যরা।

মানুষকে পরিষেবা প্রদানই অগ্রাধিকার, শিবিরে চন্দ্রিমা

সংবাদদাতা, নববারাকপুর : সোমবার থেকে শক্তি সংঘ প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে সেবাশ্রয় শিবির। ক্যাম্পের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার দুপুরে নববারাকপুর পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডের ঘ্যাসেরমাঠ এলাকায় সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির পরিদর্শন করলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। এদিন সাধারণ মানুষ সঠিকভাবে স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন কি না তা সরেজমিনে খোঁজ নেন মন্ত্রী। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার বার্তা দেন তিনি। বলেন, সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সকলকেই স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সেবাশ্রয় শিবির থেকে পরিষেবা ভালভাবে পৌঁছে দিতে পারি সেটা লক্ষ রাখছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ১১০ দমদম উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য মেডিক্যাল মোবাইল ইউনিট স্বাস্থ্য বন্ধু ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্র চালু করেছেন। যখন যেরকম ভাবে দরকার হবে স্বাস্থ্যবন্ধু মোবাইল ভ্যান পৌঁছে যাবে শিবিরে।

প্রসঙ্গত, নববারাকপুরে সাতটি জায়গায় ১৪টি সেবাশ্রয় শিবির হবে। আগামী ১৫ এবং ১৯ জানুয়ারি দুটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির হবে এবং একটি চোখের আলো প্রকল্পের শিবিরও হবে। এদিন মন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুর প্রতিনিধি নির্মিকা বাগচী, সুমন দে, তৃণমূল মহিলা নেত্রী মৃদুলা সাহা। নিজের বিধানসভা কেন্দ্র পরিদর্শন করে মন্ত্রী উত্তর দমদম পুরসভার ৩০ নং ওয়ার্ডের আলিপুর খেলার মাঠের সেবাশ্রয় শিবির পরিদর্শনে যান।

বড়দিনে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা

প্রতিবেদন : বড়দিনে উৎসবের শহরে মিলবে বাড়তি মেট্রো পরিষেবা। ২৫ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার বেশি রাত পর্যন্ত মিলবে ট্রেন পরিষেবা। ব্লু ও গ্রিন লাইনে রাত প্রায় সাড়ে ১০টা পর্যন্ত চলবে মেট্রো। সোমবার সময়সূচি জানাল কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষ। বড়দিনে ব্লু লাইন বা দক্ষিণেশ্বর থেকে ক্ষুদিরাম এবং গ্রিন লাইন বা হাওড়া ময়দান থেকে সেক্টর ফাইভ রুটে বেশি রাত পর্যন্ত মিলবে মেট্রো। একনজরে দেখে নিন সময়সূচি—

ব্লু লাইন—

- দক্ষিণেশ্বর থেকে প্রথম মেট্রো সকাল ৬.৫০।
- শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে প্রথম মেট্রো ৬.৫০।
- দক্ষিণেশ্বর থেকে শেষ মেট্রো রাত ১০.২৩।
- শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে শেষ মেট্রো রাত ১০.২০।
- শহিদ ক্ষুদিরাম থেকে দমদম রাতে শেষ মেট্রো রাত ১০.৩০।

গ্রিন লাইন—

- সেক্টর ফাইভ থেকে প্রথম মেট্রো সকাল ৬.৩৯।
- হাওড়া ময়দান থেকে প্রথম মেট্রো সকাল ৬.৪৫।
- সেক্টর ফাইভ থেকে শেষ মেট্রো রাত ৯.৫৫।
- হাওড়া ময়দান থেকে শেষ মেট্রো রাত ৯.৫৫।
- হাওড়া ময়দান থেকে সেন্ট্রাল পার্ক শেষ মেট্রো রাত ১০.২০।

সুন্দরবনে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে আহত মহিলা। নাম শঙ্করী নায়েক (৪১)। আপাতত কাকদ্বীপ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জখম মহিলা

সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা বাড়ানোই লক্ষ্য, চার ধাপে নজরদারি

প্রতিবেদন : সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও নজরদারি আরও জোরদার করতে জেলা থেকে রেশন দোকান পর্যন্ত চার স্তরে নজরদারি কমিটি গঠন করছে রাজ্য সরকার। সেই উদ্দেশ্যে রাজ্য খাদ্য নিরাপত্তা বিধি পরিবর্তনের জন্য একটি খসড়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, এই খসড়ার উপর মতামত গ্রহণের পরই চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

খসড়া অনুযায়ী, রাজ্য, জেলা, ব্লক এবং রেশন দোকান এই চার স্তরে নজরদারি কমিটি গঠন করা হবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর প্রতিটি কমিটিকে বৈঠকে বসতে হবে। চার স্তরের সব কমিটিতেই পদাধিকার বলে সরকারি আধিকারিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সমাজের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধি থাকবেন।

খসড়া বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, রাজ্যভিত্তিক নজরদারি কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন মুখ্যসচিব। এই কমিটিতে খাদ্য-সহ একাধিক দফতরের প্রধান সচিব, খাদ্য দফতরের শীর্ষ পর্যায়ের কয়েকজন আধিকারিক, কলকাতা ও হাওড়া পুর কমিশনার, রাজ্য পুলিশের এডিজি এনফোর্সমেন্ট, ফুড সেফটির অধিকর্তা এবং এফসিআই-এর জেনারেল ম্যানেজারের মতো আধিকারিকরা থাকবেন।

পাশাপাশি মহিলা, তফসিলি জাতি, তফসিলি জনজাতি এবং বিশেষভাবে সক্ষমদের একজন করে প্রতিনিধি রাখতে হবে। মোট ১৭ সদস্যের এই কমিটির বৈঠক অন্তত ছ'মাসে একবার বসানোর কথা বলা হয়েছে। খাদ্যসামগ্রীর বরাদ্দ ও সংগ্রহ, মজুতের পরিমাণ, সরবরাহ করা খাদ্যের গুণমান এবং জেলা কমিটির রিপোর্ট পর্যালোচনা করবে রাজ্য কমিটি।

জেলাস্তরের কমিটির চেয়ারম্যান থাকবেন জেলাশাসক। কলকাতার ক্ষেত্রে এই দায়িত্বে থাকবেন কলকাতার পুর কমিশনার। জেলা কমিটিকে তিন মাসে অন্তত একবার বৈঠকে বসে রেশন ব্যবস্থা নিয়ে পর্যালোচনা করতে হবে। ব্লক স্তরের কমিটির চেয়ারম্যান হবেন বিডিও। জেলা ও রাজ্য কমিটির মতোই এখানে ব্লকের বিভিন্ন সরকারি আধিকারিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং মহিলা ও তফসিলি জাতি-জনজাতির প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এই কমিটির বৈঠক হবে অন্তত দু'মাসে একবার।

রেশন দোকান স্তরের কমিটিতে চেয়ারম্যান হিসেবে কোনও সরকারি আধিকারিক থাকবেন না। পুরসভা এলাকায় স্থানীয় কাউন্সিলার এবং পঞ্চায়েত এলাকায় স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য এই কমিটির চেয়ারম্যান হবেন। কমিটিতে স্থানীয় স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষক সদস্য হিসেবে থাকবেন। পাশাপাশি মহিলা, তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতির প্রতিনিধিরাও থাকবেন। সরকারি আধিকারিক হিসেবে শুধুমাত্র ওই এলাকার খাদ্য দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর বা সাব-ইন্সপেক্টর এই কমিটিতে থাকবেন। রেশন দোকান স্তরের কমিটিকে প্রতি মাসে অন্তত একবার বৈঠক করে তার কার্যবিবরণী ব্লক কমিটিকে পাঠাতে হবে। পুরসভা এলাকার ক্ষেত্রে সেই রিপোর্ট পাঠাতে হবে জেলা স্তরের কমিটিতে। রাজ্য প্রশাসনের মতে, এই চার স্তরের নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে রেশন ব্যবস্থায় জবাবদিহি বাড়বে এবং ত্রুটি বা অনিয়ম চিহ্নিত করা সহজ হবে। খসড়া বিধি নিয়ে মতামত পাওয়ার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

জয়নগরে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ

বিতরণ অনুষ্ঠানে যন্ত্রপাতি দিচ্ছেন বিডিও শুভদীপ দাস, কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই, সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস।

প্রতিবেদন : চাষবাসে সহায়ক আধুনিক যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হল জয়নগর ১ ব্লকের কৃষকদের। আর্থিকভাবে দুর্বল কৃষকদের চাষ কাজের সুবিধায় আর্থিক অনুদান, ভরতুকিতে যন্ত্রপাতি কেনার সুযোগ করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ। ব্লকের ১২টি গ্রাম পঞ্চায়েতের সেইসব আবেদনকারী কৃষকদের মধ্যে প্রয়োজনীয় পাওয়ার টিলার, জলসেচের পাম্প, স্প্রে মেশিন ধান ঝাড়াই মেশিন, সহ আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়। আধুনিক যন্ত্রপাতি পেয়ে খুশি স্থানীয় কৃষকরা। তাঁরা বলেন, সরকারি সাহায্যে চাষের সরঞ্জাম পেয়ে আমরা খুব উপকৃত হলাম। বিশেষ করে কৃষি যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করে শ্রম এবং খরচের অনেক সাশ্রয় হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও শুভদীপ দাস, ব্লক কৃষি অধিকর্তা মহাদেব বারুই, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঋতুপর্ণা বিশ্বাস, সহ-সভাপতি সুহানা পারভিন বৈদ্য, কৃষি ও সেচ দফরের কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু মালিক, কর্মাধ্যক্ষ পাপিয়া মণ্ডল, সদস্যা শিখা মণ্ডল প্রমুখ।

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত একই পরিবারের চারজন, পাশে দাঁড়ালেন বিধায়ক

সংবাদদাতা, হাওড়া : শীতের রাতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের চার সদস্যের। এবার এই পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন স্থানীয় বিধায়ক সুকান্ত পাল। মঙ্গলবার বিধায়ক ওই গ্রামে গিয়ে মৃতদের বাড়িতে যান। পরিবারের সদস্যদের সমবেদনা জানিয়ে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মের জন্য আর্থিক সাহায্য করেন। এছাড়াও মৃত দুধকুমারের নাবালক ছেলের জন্য আর্থিক সাহায্য করেন। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর সোমবার থেকে একাধিকবার ওই এলাকায় যান বিধায়ক। এছাড়াও রাজ্য সরকারের তরফে যাতে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটি দ্রুত আর্থিক ক্ষতিপূরণ পেতে পারে তার জন্যেও যাবতীয় ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন বিধায়ক। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। আমরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির পাশে সবসময় রয়েছি।

শ্যামনগর রবীন্দ্রভবনে পশ্চিমবঙ্গ পুর কর্মচারী ফেডারেশনের ২৭তম রাজ্য সম্মেলন। উপস্থিত ছিলেন জগদ্দলের বিধায়ক তথা ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সোমনাথ শ্যাম, ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক সনৎ চক্রবর্তী, আইএনটিটিইউসি নেতা নারায়ণ ঘোষ এবং বিভিন্ন আইএনটিটিইউসি'র বিভিন্ন শাখার জেলা সভাপতি ও পশ্চিমবঙ্গ পুর কর্মচারী ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

কাউন্সিলর অনিন্দ্যকিশোর রাউতের উদ্যোগে ক্রিসমাস ফেস্টিভাল। রয়েছেন সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, বিধায়ক সুপ্তি পাণ্ডে-সহ বিশিষ্টরা। মঙ্গলবার।

নজির বাদুড়িয়ার সম্প্রীতি মেলার

সংবাদদাতা, বসিরহাট : নজর কাড়ল বাদুড়িয়া। দিলীপ কুমার মেমোরিয়াল হাই স্কুল মাঠে শুরু হল সম্প্রীতি মেলা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রায় ৫ কিলোমিটার পদযাত্রার মধ্য দিয়ে এদিন শুরু হল মেলা। প্রধান পৃষ্ঠপোষক বুরাহানুল মুকাদ্দিম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ এটিএম আব্দুল্লাহ রনি, বাদুড়িয়া পুরসভার চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, বসিরহাট তৃণমূলের সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাড়োয়ার বিধায়ক রবিউল ইসলাম, মিহির ঘোষ, গৌতম গুপ্ত, সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্য, শাহনওয়াজ সরদার সহ অন্যরা। অতীতে বাদুড়িয়ায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হয়েছিল, কিন্তু সেই সব কালো অধ্যায় কাটিয়ে আজ সব ধর্মের মানুষ মেলার মধ্য দিয়ে সম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছে। এই মেলায় সীমান্ত ও সুন্দরবনের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী ছৌ নৃত্য দেখার জন্য, ধামসা মাদলের টানে ভিড় জমান। পাশাপাশি মেলা প্রাঙ্গণে পৌষ পার্বণের পিঠেপুলি খাবারের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। আগামী ৭ দিন চলবে এই মেলা।

সীমান্তের গ্রামে পায়ে পায়ে ফুটবল পৌঁছে দিতে উদ্যোগ

রাহুল রায় • বসিরহাট

আধুনিক ডিজিটালাইজেশনের যুগে যখন মোবাইল-কম্পিউটারের ধাক্কায় ফুটবল থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে নতুন প্রজন্ম, তখন সীমান্তের সুন্দরবনে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রাক্তনীদের হাত ধরে আগামীর স্বপ্ন দেখছে একদল নতুন প্রতিভা। রবি, ভাস্কর, তপনরা লড়াই করে চলেছে ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে। বসিরহাট মহকুমার বসিরহাট ১নং ব্লকের ইটিন্ডা-পানিতর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ফুটবলকে কেন্দ্র করে একেবারে উৎসবের আবহ তৈরি হয়। ইটিন্ডা মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের পরিচালনায় আয়োজিত ১৬ দলীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট ঘিরে দুপুর থেকেই মাঠে ভিড় জমাতে শুরু করেন ক্রীড়াপ্রেমী মানুষজন। এই টুর্নামেন্টের প্রধান পৃষ্ঠপোষক

বসিরহাট ১ নং ব্লকের সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য কর্মাধ্যক্ষ সরিফুল মণ্ডল। তাঁর উদ্যোগ ও সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা আরও বৃহৎ আকার পায় বলে উদ্যোক্তারা জানান। খেলাধুলোর মাধ্যমে যুবসমাজকে সুস্থ সংস্কৃতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই এই টুর্নামেন্টের মূল উদ্দেশ্য—এমনটাই বার্তা আয়োজকদের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইএফএ-র সহ-সভাপতি সৌরভ পাল। তিনি বলেন, গ্রামবাংলা থেকেই ভালো ফুটবলার উঠে আসে। এই ধরনের টুর্নামেন্ট নিয়মিত হলে জেলার পাশাপাশি রাজ্য স্তরেও ফুটবলের মান আরও উন্নত হবে। পাশাপাশি খেলোয়াড়দের শৃঙ্খলা ও খেলাধুলার প্রতি নিষ্ঠার কথাও তুলে ধরেন তিনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন বসিরহাটের প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন ফুটবলার দীপেন্দু বিশ্বাস। খেলোয়াড় জীবনের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়ে তিনি বলেন, কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মিত অনুশীলনই একজন ফুটবলারকে সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য গোলাম বিশ্বাস ও বসিরহাট ১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শফিকুল দফাদার সহ আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ইন্দো-নেপাল সীমান্ত দিয়ে গরুপাচারের ছক ভেস্তে গেল। উদ্ধার হয়েছে তিনটি গরু ও দুটি বাছুর। মঙ্গলবার ভোরে নকশালবাড়ির ইন্দো-নেপাল সীমান্তের বড়মণিরাম জোতে মেচি নদীর কাছে

আমার বাংলা

24 December 2025 • Wednesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

সহপাঠীকে ধর্ষণের দায়ে দুজনের ২০ বছর কারাদণ্ড

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মাটিগাড়া গণধর্ষণের ঘটনায় দোষীদের সাজা ঘোষণা। ২০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল দুই যুবকের। শিলিগুড়ি মহকুমার ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টে। ২০২৩ সালের মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত খাপরাইল এলাকার নির্জন জায়গায় এক ছাত্রী প্রাইভেট টিউশন থেকে বাড়ি ফেরার পথে তার দুই সহপাঠী গণধর্ষণ করে বলে থানায় অভিযোগ জানায়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আলয় রায় ও বিশাল মহন্ত নামে তার দুই সহপাঠীকে গ্রেফতার করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ। প্রায় দু'বছর বিচার চলার পর আজ আদালত এই নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি এই দু'জনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশও দেয় আদালত। অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাদেণ্ডর নির্দেশ দেন বিচারপতি।

ধৃত দুই যুবককে তোলা হচ্ছে আদালতে। মঙ্গলবার।

মেয়েকে নৃশংসভাবে খুনে অভিযুক্ত বাবার যাবজ্জীবন

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : নিজের মেয়েকে নৃশংসভাবে হত্যার মামলায় অভিযুক্ত বাবাকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা করল রায়গঞ্জ জেলা আদালত। মঙ্গলবার অভিযুক্ত বাবা প্রদীপকুমার দাসকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন বিচারক। পাশাপাশি ২০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়েছে। রায়গঞ্জ জেলা আদালতের সরকারি আইনজীবী স্বরূপ বিশ্বাস বলেন, ২০১৭-র ২৭ অক্টোবরের ঘটনা।

রায়গঞ্জ থানার গৌরী এলাকার বাসিন্দা প্রদীপের সঙ্গে স্ত্রী সুচিত্রার বিবাদ শুরু হয়েছিল বাড়িতে ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। তাতেই প্রদীপ স্ত্রীকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। সে সময় রায়গঞ্জ থানায় একটি জেনারেল ডায়েরি করার পাশাপাশি হাসপাতালে চিকিৎসা করান সুচিত্রা। এর দু'দিন বাদে অভিযুক্ত প্রদীপ ফের শাবল দিয়ে স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হন। সেই সময় ওঁদের ১৪ বছরের মেয়ে মাকে বাঁচাতে গেলে প্রদীপ শাবল দিয়ে মেয়েকে বেধড়ক মারে বলে অভিযোগ। গুরুতর আঘাত পেয়ে মৃত্যু হয় নবম শ্রেণির ছাত্রী ওই নাবালিকা কন্যার। পুলিশে লিখিত অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর ওই বছরের ১৭ নভেম্বর গ্রেফতার হয় প্রদীপ। দীর্ঘদিন কাস্টডি ট্রায়ালের পর তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

বউদিকে কুপিয়ে খুন

■ পারিবারিক অশান্তির জেরে নৃশংসভাবে বউদিকে খুন করল দেওর। মালদহ জেলার চাঁচল থানার মহিষামারি গ্রামে। সোমবার গভীর রাতে এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শোয়ার ঘরের ভিতরেই পড়ে ছিল দেহটি। এই ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে আটক করা হয়েছে দেওর জিয়ারুল হককে। মৃতার নাম মাজেদা বিবি (৪০)। অভিযুক্ত জিয়ারুল স্ত্রীর উপর শারীরিক নির্যাতন চালাত। স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যান। এর জন্য বউদিকে দায়ী করে হামলা চালায়। অভিযুক্তকে আটক করেছে চাঁচল থানার পুলিশ।

নাবালিকার গলায় ছুরি

সংবাদদাতা, মালদহ : প্রাইভেট পড়ে বাড়ি ফেরার পথে সোমবার সন্ধ্যায় ভয়াবহ হামলার শিকার হল এক নাবালিকা। পুরাতন মালদহ এলাকায়। অভিযোগ, এক যুবক আচমকাই নাবালিকাকে আটকায়। সে পালানোর চেষ্টা করতেই ধারালো ছুরি দিয়ে গলায় কোপ মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় মেয়েটিকে দ্রুত মালদহ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত নাবালিকার নাম অষ্টমী সাহানি (১৬)। বাড়ি সাহাপুর জোতগোবিন্দপুর। অভিযুক্ত ইংলিশবাজার এলাকার। তার খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে তৃণমূলে ৫টি পরিবারের যোগদান

যোগদানকারীদের হাতে পতাকা দিচ্ছেন রামমোহন রায়।

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলায় প্রতিনিয়ত ভাঙন ধরেছে বিজেপিতে। কখনও ধূপগুড়ি, ময়নাগুড়ি, কখনও রাজগঞ্জ বা নাগরাকাটা, কখনও বানারহাট, মেটেলি— প্রতিনিয়ত বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন সাধারণ মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্তিশালী করতে মঙ্গলবার রাতে ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লকে পাঁচটি পরিবারের ২৯ জন ভোটার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করলেন। যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জলপাইগুড়ি জেলা যুব সভাপতি রামমোহন রায়। ছিলেন ময়নাগুড়ি ১ নং ব্লক সভাপতি বাবলু রায়, ময়নাগুড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সোমেশ সান্যাল।

হরিশচন্দ্রের মূর্তি

■ কোচবিহার শহরের মাঝে হরিশ পাল মোড়ে হরিশচন্দ্র পালের আবক্ষ মূর্তি উদ্বোধন করলেন রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। হরিশচেন্দ্রর জীবনী নিয়ে আলোচনা করা হয়। ভাওয়াইয়া গানের অনুরাগী ছিলেন হরিশচন্দ্র। তাঁর উদ্যোগেই ভাওয়াইয়া গান ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্ব জুড়ে। অভিজিৎ বলেন, কোচবিহার শহরে হরিশচেন্দ্রর মূর্তি বসানোয় আমরা সকলেই গর্বিত।

নাট্য সংস্থা ৮৫

■ ৮৫ বছরে পদার্পণে বোয়ালদার বারোয়ারি নাট্য সংস্থার ৭ দিনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হল। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকে বোয়ালদার বারোয়ারি নাট্য সংস্থা ৮৪ বছর আগে পথচলা শুরু করে। সকালে গ্রামের ছাত্রছাত্রী, আদিবাসী নৃত্য, মহিলা ঢাকি, প্রবীণ নাট্যব্যাক্তিত্ব, নাট্যকর্মীদের নিয়ে প্রভাতফেরি হয়।

কোচবিহার স্টেডিয়ামে স্কুলের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সংবাদদাতা, কোচবিহার : কোচবিহার স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার পুরসভাভিত্তিক ৩১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল।

প্রভাতফেরি নিয়ে বেরিয়েছে খুদে পড়ুয়ারা।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশে, ৩৬টি ইভেন্টে কয়েকশো খুদে পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। কৃতী খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করেন পুরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা, আমিনা আহমেদ। রজত বর্মা ও ভাইস চেয়ারম্যান আমিনা আহমেদকে সম্মান জানান শিক্ষকরা। পড়াশুনোর পাশাপাশি শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ বলেন, শরীরকে চাঙ্গা রাখতে প্রতিটি ছাত্রছাত্রীকে অন্তত দুটি করে খেলা ভালভাবে রপ্ত করতে হবে। রজত বলেন, ৪২তম জেলা বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হচ্ছে। পুরসভা এবছরও সহযোগিতা করেছে। বিভিন্ন স্তরের পরে জেলা পর্যায়ের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে চান্দামারি প্রাণনাথ হাইস্কুলের মাঠে ৪ ও ৫ জানুয়ারি। জেলা পর্যায়ের খেলার আয়োজন চলছে।

র‍্যাফটিং ট্রেনিংয়ে দুর্ঘটনা মৃত্যু সেনা জওয়ানের

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : রংপুতে র‍্যাফটিং ট্রেনিংয়ের সময় খরস্রোতা তিস্তা নদীতে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ভারতীয় সেনার। আগামী বছরে র‍্যাফটিংয়ের একটি জাতীয়স্তরের প্রতিযোগিতা রয়েছে। তাতে যোগ দিতে যাওয়ার কথা ছিল ইস্টার্ন কমান্ডের এই জওয়ানদের। রবিবার থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করেন ইস্টার্ন কমান্ডের ৩৩ ত্রিশক্তি কোরের জওয়ানরা। রবিবার প্রশিক্ষণের পর সোমবার ফের তিস্তায় নামেন ১৬ জনের একটি দল। সিকিমের বারদাং থেকে তিস্তায় নামে দলটি। তাঁদের উপর নজর রাখতে সেনার আরেকটি দল ৫৫

জওয়ানকে শ্বাসপ্রশ্বাসের সাহায্যে বাঁচানোর চেষ্টা চলছে।

নম্বর জাতীয় সড়ক দিয়ে আসছিল। ওঁরা তারাখোলা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিলেন। যাওয়ার কথা ছিল তিস্তা বাজারে। ২০২৩ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত একটি সেতুর লোহার কাঠামোর খানিকটা জলের তলায় রয়ে গিয়েছিল। তার বেরিয়ে থাকা রডেই ভেলাটি আটকে গেলে রংপু মাইনিংয়ের কাছে এক জওয়ান ছিটকে পড়ে জলের প্রবল স্রোতে তলিয়ে যান। অভিজ্ঞ উদ্ধারকারী প্রবীণ খালিং রাইয়ের নেতৃত্বে একটি দল নিয়ে সেনাবাহিনী অবিলম্বে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। প্রচণ্ড স্রোতের কাজে উদ্ধারকাজে কিছুটা সমস্যা হয়। তারখোলা লোহার সেতু থেকে দড়ির সাহায্যে দেহটি উদ্ধার কের সিপিআর দেওয়া হলেও জওয়ান ১৯১ আর্টিলারি রেজিমেন্টের ল্যান্স নায়েক রাজশেখরকে বাঁচানো যায়নি। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ব্যাংডুবি সেনাছাউনিতে নিযুক্ত ছিলেন। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

শিলিগুড়িতে নির্মীয়মাণ সেতুতে দুর্ঘটনায় বাস

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির বর্ধমান রোডে নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারে উঠে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বাস। দুর্ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ। বাসটি গুয়াহাটি–শিলিগুড়ি রুটের বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে খবর, যিত্রবোঝাই বাসটি বর্ধমান রোডে এক বড় বিপণির সামনে আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রথমে একটি মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। এরপরই সেটি উঠে যায় নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের ওপর। জোরে ব্রেক কষায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হলেও বাসের সামনের অংশ ফ্লাইওভারের নির্মীয়মাণ একটি কালভার্টের মধ্যে ঢুকে যায়। দেখা যায়, বাসের সামনের দুটি চাকা কালভার্টের ভিতরে ঢুকে বসে গিয়েছে। সেই সময় বাসের অধিকাংশ যাত্রী ঘুমিয়ে ছিলেন। আচমকা বিকট শব্দে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এবং দ্রুত বাস থেকে নেমে আসেন। দুর্ঘটনার আওয়াজে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় খালপাড়া আউটপোস্টের পুলিশ। দুর্ঘটনায় বাসের যাত্রীরা অল্পের জন্য রক্ষা পেলেও মোটরবাইক চালক ও আরোহী আহত হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বাসের কোনও যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হননি।

আমার বাংলা
24 December, 2025 • Wednesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

হাসপাতাল স্থানান্তর প্রতিবাদে ডেপুটেশন

জেলা স্বাস্থ্যকর্তাকে ডেপুটেশন নাগরিক মঞ্চের।

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : পুরুলিয়া সদর হাসপাতালের প্রায় সমস্ত বিভাগ হাতুয়ারাতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং সদর হাসপাতালকে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তথা নতুন জেলা হাসপাতালে পরিণত করার দাবিতে সোমবার পুরুলিয়া নাগরিক মঞ্চের তরফে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তাদের দাবি, সদর হাসপাতাল দীর্ঘদিন জেলার সাধারণ মানুষের চিকিৎসার প্রধান ভরসা। হাসপাতাল অন্যত্র স্থানান্তরিত হলে শহর ও সংলগ্ন এলাকার রোগীদের ভোগান্তিতে পড়তে হবে। বরং আধুনিক পরিকাঠামো গড়ে তুলে একে মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল অথবা নতুন জেলা হাসপাতাল হিসেবে গড়ে তোলা হোক। এতে জেলার মানুষ উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা পাবে এবং বাইরে যাওয়ার প্রয়োজনও কমবে। ডেপুটেশন দিয়ে জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দফতরের কাছে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানানো হয়। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আশ্বাস দেন।

অনিয়মিত জল ইসিএলে বিক্ষোভ

সংবাদদাতা, পাণ্ডবেশ্বর : গত মার্চ থেকেই পানীয় জলের সমস্যায় ভুগছেন ইসিএলের বাকোলা কোলিয়ারির অন্তর্গত স্টাফ কলোনি বি টাইপের মানুষজন। মঙ্গলবার সকাল থেকেই বাকোলা কোলিয়ারির ফিল্টার প্ল্যান্টে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় মহিলাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, গত মার্চ থেকে এলাকায় নিয়মিত জলের সমস্যা চলছে। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো গত তিনদিন জল আসা একেবারেই বন্ধ। তাই বিক্ষোভ দেখাতে বাধ্য হয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভরত সোমা মুখোপাধ্যায় ও সঙ্গীতা কুমারীরা জানান, কষ্ট করে দীর্ঘ কয়েক মাস চালিয়েছেন। কিন্তু গত তিনদিন একফোঁটাও জল না আসায় চরম সমস্যায় পড়েছেন তাঁরা। কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে জানালে তাঁরা বলেন, মোটর পুড়ে গিয়েছে। ঠিক হলেই জলের ব্যবস্থা হবে। মোটর ঠিক হলেও দুদিন চলতে না চলতেই ফের খারাপ হয়ে যায়। ইসিএলের অন্যান্য কলোনিতে পানীয় জল যাচ্ছে। শুধু বি টাইপ স্টাফ কলোনি জল পাচ্ছে না। স্থায়ী সমাধানের দাবিতে এদিন ফিল্টার প্ল্যান্টে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ চলে। কোনও ইসিএল কর্তার প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

এসআইআরের মাধ্যমে বিজেপি মতুয়াদের নাম বাদ দিচ্ছে : মন্ত্রী

প্রতিবেদন : সার-এর প্রতিবাদে রানাঘাট উত্তর-পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রের বড়বড়িয়া বাজারে মঙ্গলবার বিশাল প্রতিবাদ সভা করল রানাঘাট ২এ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। সভায় মতুয়া সম্প্রদায়ের বিপুল সংখ্যক মায়েরা মিছিল করে যোগ দেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে। ভিড়ে ঠাসা প্রতিবাদ সভায় উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী, রানাঘাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি দেবাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন বিধায়ক সমীর পোদ্দার প্রমুখ। স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, গদ্দার অধিকারীরা বলেছিল সার-এর মাধ্যমে ১ কোটি রোহিঙ্গাকে বাদ দেবে। কিন্তু বাংলায় একজন রোহিঙ্গাকেও খুঁজে পাওয়া যায়নি। বরং উল্টে লক্ষ লক্ষ মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষজনের ভোটার তালিকায় নাম ওঠা অনিশ্চিত করে দিয়েছে বিজেপি। বাংলার মানুষ ওদের মিথ্যাচার, কুৎসা ইত্যাদি আগেই বুঝে গিয়ে ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। এবার মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ, মা-বোনেরা ওদের চিনলেন। তাঁরাও মুখের উপর উপযুক্ত জবাব দেবেন ধর্মবিদ্বেষী বিজেপিকে।

রানাঘাট উত্তর-পূর্বের বড়বড়িয়া বাজারে ভিড়ে ঠাসা সভায় বক্তা মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী।

উন্নয়ন পাঁচালি প্রচারে টোটো

সংবাদদাতা, গোপীবল্লভপুর : বাংলার গৌরবোজ্জ্বল ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরতে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ শীর্ষক প্রচার কর্মসূচির সূচনা হল গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের পেটবিন্ধি ৭ নং অঞ্চলে। ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ প্রচার চলবে টানা এক মাস এলাকার প্রতিটি গ্রাম ও পাড়ায় পাড়ায়। এর মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হবে। অঞ্চল সভাপতি শংকরপ্রসাদ দে বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে গ্রামবাসীদের মধ্যে উন্নয়ন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে।

জীবিতকে মৃত, মৃতকে জীবিত দেখিয়ে খসড়া তালিকা, বলরামপুরে সার-বিতর্ক

সংবাদদাতা, পুরুলিয়া : বলরামপুর বিধানসভার শহরের পুরনো হাসপাতাল পাড়া এলাকায় খসড়া ভোটার তালিকায় গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে জীবিত ভোটারকে মৃত দেখানো নিয়ে। পাশাপাশি বহু বছর আগে মৃত ব্যক্তির নাম তালিকায় জীবিত দেখানো হয়েছে। ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার ও রাজনৈতিক মহল। মহম্মদ ইলিয়াস খালিফা দীর্ঘদিন বলরামপুর শহরের পুরনো হাসপাতাল পাড়ায় পরিবার নিয়ে বসবাস করছেন। পরিবারে পাঁচ সদস্যই সাবালক এবং দীর্ঘদিন ২২৩ নম্বর বুথের ২৩৯/২২৩ নম্বর অংশে নিয়মিত ভোট দিয়ে আসছেন। এসআইআর শুরু হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট বিএলও তাঁদের বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে যান। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই ফর্মপূরণ করে জমা দেওয়া হয়। কিন্তু খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, ইলিয়াস খালিফার ছেলে গুলাম রসুল খালিফার নাম মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে, যদিও তিনি জীবিত। দ্বিতীয় ঘটনাটি সন্ধ্যারানি হালদারকে ঘিরে। তিনি বলরামপুর শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং পাঁচ বছর আগেই তাঁর মৃত্যু হয়। অভিযোগ, বিএলও বাড়িতে এসে মৃত সন্ধ্যারানির নামেও এনুমারেশন ফর্ম দিয়ে যান। পরিবারের অন্যরা ফর্মপূরণ করে জমা দিলেও সন্ধ্যারানির ফর্মটি তাঁর মৃত্যুর কারণে জমা দেওয়া হয়নি। তবুও খসড়া তালিকায় দেখা যাচ্ছে, ২২৩ নম্বর বুথের সিরিয়াল নম্বর ৯০৫-এ সন্ধ্যারানিকে জীবিত ভোটার হিসেবে দেখানো হয়েছে। মৃত মায়ের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার দাবি জানান তাঁর ছেলে। একই বুথের দুটি ঘটনায় বিএলও-র ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। দুই পরিবারের পাশাপাশি রাজনৈতিক নেতারাও বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ জানান। ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সার চালু হলেও এখানে উল্টো চিত্র, বৈধ ভোটারের নাম বাদ, আবার মৃতের নাম থেকে যাচ্ছে। ফলে এসআইআর-এর উদ্দেশ্য নিয়েই প্রশ্ন উঠছে। দ্রুত সংশোধনের দাবিতে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান স্থানীয়রা।

পড়শি-বিবাদে মহিলা খুন অভিযুক্তের যাবজ্জীবন

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুই পড়শির ব্যক্তিগত বিবাদে মহিলাকে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত রানা সিংকে মঙ্গলবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল দুর্গাপুর মহকুমা আদালত। ২০২২-এর ১৫ জুলাই কাঁকসার মুচিপাড়া কুসুমতলা এলাকায়। প্রতিবেশী রানা সিং ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে খুন করে মুনি মুর্মুকে (৩০)। হামলায় গুরুতর জখম হন উত্তম মুর্মু, যিনি দীর্ঘদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঘটনার পরই কাঁকসা থানার পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয়। দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়া শেষে রানা সিংকে দোষী সাব্যস্ত করে আদালত।

নাবালিকা ধর্ষণে ধৃত প্রতিবেশী

সংবাদদাতা, সবং : সবংয়ের বুড়াল এলাকায় নাবালিকাকে ফুঁসলে বাড়ি নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে সোমবার সবং পুলিশ গ্রেফতার করে প্রতিবেশী শেখ শাহরুখকে। মঙ্গলবার ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো মামলা রুজু করে তোলা হয় মেদিনীপুর আদালতে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ১২ ডিসেম্বর বিকেলে বাড়ির সামনেই খেলেছিল ১১ বছরের নাবালিকাটি। সেই সময় শাহরুখ তাকে নিজের ফাঁকা বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে পরিবারের অভিযোগ।

মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের ঝাড়গ্রামে ভরা হোটেল, কড়া নজর প্রশাসনের

দেবব্রত বাগ • ঝাড়গ্রাম

শীতের মরশুমে পর্যটকদের ভিড়ে এবার কার্যত ‘হাউসফুল’ ঝাড়গ্রাম। ক্রিসমাস ও বর্ষবরণের ছুটিকে সামনে রেখে জেলার হোটেল, রিসর্ট ও হোম-স্টেগুলিতে ঠাঁই নেই বললেই চলে। পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, দিঘা-দার্জিলিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার শীতের পর্যটনে উঠে এসেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের এই জেলা। জানা গিয়েছে, ২৫ ডিসেম্বর থেকে আগামী ৩ জানুয়ারি পর্যন্ত ঝাড়গ্রাম শহর, বেলপাহাড়ি, লোধাশুলি, গোপীবল্লভপুর, আমলাশোল-সহ জেলার প্রায় সব পর্যটন কেন্দ্রেই থাকার জায়গা সম্পূর্ণ বুকড। জেলায় প্রায় সাড়ে তিনশোর বেশি হোটেল, রিসর্ট ও হোম-স্টে রয়েছে। সরকারি অতিথিশালাতেও বুকিং প্রায় শেষের পথে। ঝাড়গ্রাম জেলা হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিবাশিস চট্টোপাধ্যায় জানান, এ-বছর পর্যটকের সংখ্যা আগের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে বলেই আমাদের ধারণা। অন্যদিকে, বেলপাহাড়ি ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র বিধান দেবনাথ বলেন, ২৫ ডিসেম্বর থেকে ১ জানুয়ারি শুধু বেলপাহাড়িতেই প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার পর্যটকের সমাগম হতে পারে। শীতের কনকনে ঠান্ডায় শাল-পিয়ালের জঙ্গলে ক্যাম্প ফায়ার, বাঁশপোড়া চিকেন এবং প্রকৃতির টানে ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল এখন পর্যটকদের অন্যতম পছন্দের গন্তব্য। পর্যটকদের ভিড় সামলাতে বিশেষ ব্যবস্থা নিচ্ছে বন দফতরও। ঝাড়গ্রাম জুলজিক্যাল পার্কে নিউ ইয়ারের আগেই থাকছে চমক। আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে আনা হচ্ছে তিনটি কুমির। ১৮ ডিসেম্বর থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত সপ্তাহে সাতদিনই খোলা থাকবে বলে জানান ঝাড়গ্রাম বন দফতরের ডিএফও উমর ইমাম। পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তৎপর জেলা প্রশাসন ও পুলিশ। পর্যটকদের সহায়তায় শীঘ্রই হেল্পলাইন নম্বর চালু হবে। পুলিশ সুপার অরিজিৎ সিনহা বলেন, প্রতিটি পর্যটন কেন্দ্রে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা ও টহলদারি রয়েছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মঙ্গলবার পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের নবনির্মিত বিলপাহাড়ি গ্রামের সীমানাপ্রাচীরের কাজের সূচনা করলেন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ছিলেন ইসিএলের জিএম অমিতাভ ভট্টাচার্য, হরিপুরের পঞ্চায়েত প্রধান আশা মণ্ডল প্রমুখ

আমার বাংলা

24 December, 2025 • Wednesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

সাংসদের ৫০ লক্ষে সমস্যার স্থায়ী সুরাহা চালু হল সাঁওতালি পড়ুয়াদের ছাত্রীনিবাস

সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটল বেলপাহাড়িতে। ঝাড়গ্রামের সাংসদ কালীপদ সরেনের সাংসদ তহবিলের ৫০ লক্ষ টাকায় নির্মিত বেলপাহাড়ি এসসি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আদিবাসী ছাত্রীনিবাসের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল সোমবার। তিনটি কামরা ও ৪৫ শয্যাবিশিষ্ট একতলা এই ছাত্রীনিবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করেন সাংসদ নিজে। সাঁওতালি মাধ্যমে পড়াশোনা করা আদিবাসী ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের আবাসন সমস্যার কথা সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত খবরের মাধ্যমে আগেই সাংসদের নজরে আসে। সাংসদ হওয়ার পরই তিনি ছাত্রীনিবাস নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। গত ১ মার্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন সিদো-কানহো চত্বরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়। মাত্র কয়েক মাসেই ভবন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ছিলেন বেলপাহাড়ির বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিকাশ সিং সর্দার, ভারত জাকাত সান্তাড় পোঁঠুয়া গাঁওতার জেলা সহ-সম্পাদক সরগ হেমব্রম, পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি শিক্ষা অধিকার রক্ষা মঞ্চের ঝাড়গ্রাম জেলা আহ্বায়ক ও শিক্ষক সিরজন হাঁসদা-সহ অন্যরা। উল্লেখ্য, ২০১৩ সালে এই বিদ্যালয়ে সাঁওতালি মাধ্যম চালু হলেও ছাত্রীনিবাসের অভাবে বহু আদিবাসী ছাত্রীকে টিনের চালার মাটির ভাড়াবাড়িতে থেকে কিংবা দূরবর্তী এলাকা থেকে সাইকেল-বাসে যাতায়াত করে পড়াশোনা করতে হত। বর্ষাকালে পরিস্থিতি দুর্বিষহ হয়ে উঠত। ২০২৩ সালে ছাত্রীনিবাসের দাবিতে পথঅবরোধে নামেন জনজাতি ছাত্রীরা। বর্তমানে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত সাঁওতালি মাধ্যমের প্রায় ২৫০ পড়ুয়া রয়েছে। নতুন ছাত্রীনিবাস চালু হওয়ায় আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই ৪৫ জন আদিবাসী ছাত্রী নিরাপদ আবাসনের সুবিধা পাবে। প্রধান শিক্ষক সোমনাথ দ্বিবেদী জানান, সাংসদের দ্রুত উদ্যোগের ফলেই বছরের পর বছর ধরে চলা সমস্যার স্থায়ী সমাধান সম্ভব হল। পশ্চিমবঙ্গ সাঁওতালি শিক্ষা অধিকার রক্ষা মঞ্চের ঝাড়গ্রাম জেলা আহ্বায়ক সিরজন হাঁসদা বলেন, মঞ্চের পক্ষ থেকে আমরা সাংসদকে ধন্যবাদ ও জোহার জানাই। তাঁর উদ্যোগেই আদিবাসী ছাত্রীরা স্থায়ী ছাত্রীনিবাসের সুযোগ পেল।

বেলপাহাড়ির স্কুলে ছাত্রীনিবাসের উদ্বোধনে সাংসদ কালীপদ সরেন।

কড়া নিরাপত্তায় শুরু হল ৩৮তম বিষ্ণুপুর মেলা

মেলার উদ্বোধন মঞ্চে মন্ত্রী জ্যোৎস্না মাণ্ডি, বিধায়ক তন্ময় ঘোষ প্রমুখ।

সংবাদদাতা, বিষ্ণুপুর : বাঁকুড়া জেলার পর্যটন শিল্পের উন্নয়ন এবং প্রসার ও প্রচারের লক্ষ্যে শুরু হল ৩৮তম বর্ষের বিষ্ণুপুর মেলা। সূচনা করে মন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি বলেন, বিষ্ণুপুর মানেই আবেগ। বিদেশি পর্যটকরা আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়। কাজের সূত্রে বাইরে গেলেও বিষ্ণুপুরের নামটা শুনে ভাল লাগে। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন সঙ্গীতকে আজও শিল্পীরা বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সবসময় পিছিয়ে পড়া মানুষকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার চেষ্টা করেন। এবারের মেলায় আদিবাসী সংস্কৃতির বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরা হয়েছে। মেলার থিমও বিরসা মুণ্ডা রাখা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের বিধায়ক তন্ময় ঘোষ বলেন, সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচারের জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের মতো মেলা হল গুরুত্বপূর্ণ প্লাটফর্ম। মেলায় এসে বিভিন্ন প্রকল্পের স্টলে সাধারণ মানুষ সুযোগসুবিধার কথা জানতে পারেন। ভাতৃত্ববোধ জাগ্রত হয়। যদুভট্ট মঞ্চ, রামানন্দ মঞ্চ, গোপেশ্বর মঞ্চ ও রাধামোহন মঞ্চে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মেলা চলবে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সাত দিন। একদিন হবে আদিবাসী ফ্যাশন শো। থাকছে ৮৭৬টি স্টল। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে থাকছে ৫টি ওয়াচ টাওয়ার, ১০৭টি সিসিটিভি ক্যামেরা এবং দুটি পুলিশ সহায়তা কেন্দ্র। এছাড়াও থাকবে মহিলা পুলিশের উইনার্স টিম ও পর্যাপ্ত পুলিশ বাহিনী, ভ্রাম্যমাণ আন্টি ক্রাইম টিম ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেন, মেলায় শতবর্ষে স্মরণ করা হবে কিংবদন্তি চলচ্চিত্রকার ঋত্বিককুমার ঘটক এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে।

দলের পোস্টার ছিঁড়ে কালি বিক্ষোভ দেখাল তৃণমূল

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : দুর্গাপুরের বিধাননগরে একটি বেসরকারি হাসপাতালের সামনে হোটেলের ভিতরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দেওয়া তৃণমূলের পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল।

স্থানীয়দের অভিযোগ, সোমবার রাতে কিছু দুষ্কৃতী পোস্টারটি ছিঁড়ে তাতে কালি মাখিয়ে দেয়। হোটেলের ভিতরে থাকা সবুজ রঙের চেয়ারও ভাঙা হয়। খবর ছড়াতেই এলাকায় বিক্ষোভে ফেটে পড়েন তৃণমূল সমর্থকরা। তাঁরা দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানান। বিধাননগর পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

বর্ণাঢ্য সূচনা ঝাড়গ্রাম উৎসবের

প্রতিবেদন : শীতের বেলায় উৎসবমুখর ঝাড়গ্রাম। পর্যটকদের আকর্ষণ বৃদ্ধিতে বিশেষ উদ্যোগ মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার। স্থানীয় সংস্কৃতি, শিক্ষামূলক প্রতিযোগিতা, হরেকরকম পশরা নিয়ে মেলা, এসবেরই মেলবন্ধনে শুরু হল ঝাড়গ্রাম উৎসব। স্থান কুমুদ কুমারী বিদ্যালয় ও হিন্দু মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। চলবে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত। আছে ৭০টির বেশি স্টল। মঙ্গলবার বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে উৎসবের সূচনা করলেন মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা। পরিচালনায় আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সূচনার শেষে মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, ঝাড়গ্রামকে পর্যটকদের কাছে তুলে ধরতে উৎসবের আয়োজন। উৎসবের এবার দ্বিতীয় বছর। এই উৎসব নতুন প্রতিভা বিকাশেরও ঠিকানা। উৎসবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে স্থানীয় নতুন প্রতিভা পাড়ি দিয়েছে কলকাতাতেও। এছাড়াও যে প্রতিযোগিতাগুলির আয়োজন করা হয় সেখানে অংশ নিতে পারেন পর্যটকরাও। উৎসবের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মন্ত্রী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শীতকাল জুড়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে হয় উৎসব। হলদিয়া, দুর্গাপুর, বিষ্ণুপুর— রাজ্যের প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই হয় উৎসবের আয়োজন। এই ভাবনা থেকেই ঝাড়গ্রাম উৎসবের পরিকল্পনা।

শোভাযাত্রায় বীরবাহা হাঁসদা, দেবনাথ হাঁসদা প্রমুখ।

বিশ্বভারতীর আম্রকুঞ্জে ব্রহ্ম উপাসনার মাধ্যমে মঙ্গলবার সূচনা হল ঐতিহ্যবাহী পৌষমেলার। রয়েছেন উপাচার্য ড. প্রবীরকুমার ঘোষ, সভাধিপতি কাজল শেখ, জেলাশাসক ধবল জৈন প্রমুখ।

নামীদামি কেক ছেড়ে ভরসা বেকারির উপর

দীপক রাম • পুরুলিয়া

কলকাতার নামীদামি বেকারির কেকের তুলনায় অনেক কম দামে ও উন্নত স্বাদের কেক পাচ্ছেন পুরুলিয়ার মানুষ। বড়দিন এলেই স্থানীয় বেকারিগুলির কেকের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। স্বাদ, মান ও পুষ্টিগুণে এগিয়ে থাকার পাশাপাশি সাধ্যের মধ্যে দাম হওয়ায় ক্রেতাদের ভরসা মূলত এদের কেকের উপরেই। তাই বড়দিনকে সামনে রেখে পুরুলিয়া শহরের একাধিক বেকারি এখন চূড়ান্ত ব্যস্ত। বিপুল চাহিদা মেটাতে নাওয়া-খাওয়া ভুলে কাজ করছেন বেকারির কর্মীরা। ভোর থেকে গভীররাত পর্যন্ত চলছে কেক তৈরির কাজ। তেলকলপাড়ার এক বেকারির কর্ণধার সোমনাথ দত্ত ও রামনাথ দত্ত জানান, সারা বছর রুটি, বিস্কুট ও জন্মদিনের কেক তৈরি করলেও এই সময় শুধুমাত্র বড়দিনের কেক তৈরিতেই মনোযোগ দিতে হয়। চাহিদা এতই বেশি যে অর্ডার সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে। বর্তমানে বাজারে সবচেয়ে বেশি চাহিদা চকোলেট কেক, হোয়াইট ও ভ্যানিলা কেক, এস-রোল কেক, ফ্রুট কেক, সুইস কেক, বিভিন্ন ধরনের রোল কেক ও ম্যাঙ্গো রোল কেকের। নিরামিশাষীদের জন্য রয়েছে এগলেস কেকের ব্যবস্থাও। বাজারে এক থেকে দেড়শোর নিচে কেকের পাশাপাশি পুরুলিয়ার স্থানীয় বেকারিগুলি মাত্র ৩০ টাকাতেই কেক বিক্রি করছে। আছে ৬০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যে কেক এবং নানা স্বাদের পেস্ট্রি। ঘরোয়া স্বাদের কেকই বড়দিনে পুরুলিয়ার মানুষকে জোগাচ্ছে বাড়তি আনন্দ।

বড়দিনের কেকে এবার নলেনগুড়ের ফ্লেভার

তুহিনশুভ্র আগুয়ান • তমলুক

বাঙালির শীতকাল এবং নলেনগুড় যেন আত্মিক সম্পর্কে বাঁধা। আর এই দুইয়ের মেলবন্ধনে এবার বড়দিনে বাজার মাতাচ্ছে নলেনগুড়ের কেক। ফ্রুট কেক, প্লাম কেককে টেক্কা দিয়ে বর্তমানে কেকের বাজারS স্থান করে নিয়েছে বাঙালির প্রিয় নলেনগুড়। ইতিমধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের বিভিন্ন বাজারে বড়দিন উপলক্ষে নলেনগুড়ের স্বাদ-যুক্ত কেক কিনতে দোকানে দোকানে লম্বা লাইন পড়ছে। বেকারি মালিকদের দাবি, অন্যান্য বছর প্রায় ১০০- ১৫০ কেজি নলেনগুড়ের কেক তৈরি হত, কিন্তু চলতি বছর পরিসংখ্যান অনেকটাই বদলে এবছর প্রায় ২ হাজার কেজি নলেনগুড়ের কেক তৈরি করেছে এক একটি বেকারি। তমলুক, মহিষাদল, হলদিয়া-সহ বিভিন্ন শহরের নামী বিপণি থেকে পাড়ার বেকারিতে নলেনগুড়ের কেকের চাহিদা তুঙ্গে। বেকারি মালিকদের দাবি, ৫০০ গ্রাম ফুট কেক কিংবা পাম কেকে চিনি লাগে প্রায় ৬০ গ্রাম। সেক্ষেত্রে নলেনগুড়ের কেক তৈরিতে চিনি লাগে মাত্র ১৫ গ্রাম। ফলে স্বাস্থ্য সচেতন ব্যক্তিদের কাছে এই কেক বেশি গ্রহণযোগ্য। বড়দিনের একদিন আগে মহিষাদল পুরনো বাসস্ট্যান্ড এলাকার একটি বেকারিতে নলেনগুড়ের কেক প্রায় শেষ বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে ক্রেতাদের চাহিদা বুঝে রাতারাতি ফের কেক তৈরিতে হাত লাগান বেকারি কর্মীরা। হলদিয়ার এক বেকারির কর্ণধার অতনু দাস বলেন, এ বছর কেকের চাহিদা এতটাই যে আমাদের এখান থেকে কেক মেদিনীপুর, হাওড়া, এমনকি ওড়িশাতেও রফতানি হয়েছে।

১০
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

আমার বাংলা

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

24 December, 2025 • Wednesday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান
২০টি প্রকল্পের কাজের সূচনা

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের আওতায় ধূপগুড়িতে একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা হল। মঙ্গলবার, ধূপগুড়ি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। ছিলেন মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা সুব্বা, ধূপগুড়ির বিধায়ক ডাঃ নির্মলচন্দ্র রায়, জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক রাজেশকুমার সিং প্রমুখ। মোট ২০টি উন্নয়নমূলক প্রকল্পের শিলান্যাস করেন মহকুমা শাসক ও বিধায়ক। তবে ধূপগুড়ি পুরসভার ১৬টি ওয়ার্ডের মধ্যে বর্তমানে মাত্র ৫ থেকে ৬টি ওয়ার্ডে এই ২০টি প্রকল্পের শিলান্যাস হয়েছে। বাকিগুলিতে এখনও প্রকল্পের কাজ শুরু হয়নি।

মহকুমা শাসক শ্রদ্ধা সুব্বা জানান, জানুয়ারি মাসের মধ্যেই ধূপগুড়ির সমস্ত ওয়ার্ডে 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের শিলান্যাস সম্পন্ন করা হবে এবং কাজ দ্রুততার সঙ্গে শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কাজের সূচনা করছেন বিধায়ক ডাঃ নির্মলচন্দ্র রায় ও অন্যরা।

স্বাস্থ্যভবনে পাঠ

প্রতিবেদন : শুধু মেয়েদের নয়, বাচ্চা ছেলেদের উপর শারীরিক উৎপীড়ন কীভাবে শনাক্ত করা যায় তার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দিচ্ছে স্বাস্থ্যভবন। সরকারি মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগ এই কাজ করে থাকে। কিন্তু জেলা হাসপাতালে ফরেনসিক বিভাগ নেই। সেই কারণে মেডিক্যাল অফিসারদের মঙ্গলবার স্বাস্থ্যভবনে ডেকে ক্লাস নিলেন অধ্যাপক ডাঃ সোমনাথ দাস ও ডাঃ সাহেব শোভন দত্ত।

এক কোটি পুণ্যার্থী

প্রতিবেদন : বড়দিনের মরশুমে দিঘার মন্দিরে দর্শনার্থীর সংখ্যা এক কোটি ছুঁতে চলেছে। বড়দিনের ৪৮ ঘণ্টা আগে সংখ্যা ৯৫ লক্ষ ছাড়িয়েছে। মন্দির কমিটির ধারণা, বর্ষবরণের আগেই এক কোটি ছাড়িয়ে যাবে। বড়দিনকে কেন্দ্র করে সেজে উঠেছে দিঘা। সৈকত শহরের বিভিন্ন এলাকায় আলোর রোশনাই। উপভোগ করছেন মানুষ।

রামশাইয়ে ফাঁকা বাড়ি পেয়ে ৬০ হাজার নগদ, সোনা লুঠ

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : কুয়াশা পড়তেই মাথাচাড়া দিয়ে উঠল চোরচক্র। জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের রামশাই গ্রাম পঞ্চায়েতের চ্যাংমারি এলাকায়। বাড়ির সকলে পাশেই মেলা দেখতে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে সর্বস্ব লুঠ করল চোরের দল, সোমবার রাতে। স্থানীয় বিভূতি রায়ের পরিবারের সদস্যরা সোমবার রাতে বাড়ির পাশে একটি মেলায় ঘুরতে গিয়েছিলেন। আনুমানিক রাত ১০টা নাগাদ বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নেয় দুষ্কৃতীরা। সেই সময় বাড়ির তালা ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে আলমারির লকার ভেঙে আলমারিতে থাকা নগদ ৬০ হাজার টাকা এবং কয়েক ভরি সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয়। মেলা থেকে ফিরে পরিবারের সদস্যরা দেখেন সদর দরজার তালাভাঙা। ভেতরে আলমারি খোলা এবং যাবতীয় সঞ্চয় ও গয়না গায়েব। বিভূতি রায় জানান, মেলা বাড়ির খুব কাছে হওয়ায় তাঁরা নিশ্চিন্তেই গিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সুযোগেই যে এমন সর্বনাশ হবে তা কল্পনা করতে পারেননি। জানা গিয়েছে, প্রায় তিন লক্ষাধিক টাকার গয়না এবং ৬০ হাজার টাকা নগদ চুরি হয়। খবর পেয়ে ময়নাগুড়ি থানার রামশাই পুলিশ ক্যাম্পের পুলিশ দ্রুত গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

চিকিৎসার নামে শ্লীলতাহানি, ধৃত

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : চিকিৎসার অছিলায় এক মহিলার শ্লীলতাহানি করে গ্রেফতার। শিলিগুড়ির প্রধাননগরের এক মহিলা আট মাস আগে ওই ব্যক্তির কাছে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন। তখনই ওই মহিলার শ্লীলতাহানি করেন অভিযুক্ত। আট মাস আগের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। অভিযোগ, ধর্ষণ করা হয়েছে ওই মহিলাকে। এরপর অভিযোগের ভিত্তিতে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ নজরুল ইসলাম নামে ৬১ বছর বয়সের ওই বাসিন্দাকে গ্রেফতার করে।

বুনো হাতির হামলায় মৃত্যু

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : মঙ্গলবার জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ কুড়াতে গিয়ে বুনো হাতির হামলায় মৃত্যু হল জলপাইগুড়ির সোনাখিল বিট এলাকায় রামকৃষ্ণ রায়ের (৫৬)। গারখুটা ১৫/৮৭ পার্ট এলাকার ওই বাসিন্দা বিকেলে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের জন্য সোনাখালি জঙ্গলে গেলে আচমকাই তিনটি বুনো হাতির মুখোমুখি পড়ে যান। হাতিগুলির একটি ক্ষিপ্ত হয়ে তাঁকে শুঁড়ে তুলে আছড়ে মারে। এরপর দেহ টেনে নিয়ে জঙ্গলের গভীরে চলে যায়। গ্রামবাসীরা সোনাখালি বিটের বনকর্মীদের জানালে বনকর্মীরা জঙ্গলের গভীরে তল্লাশি চালিয়ে দেহটি উদ্ধার করেন।

আত্মঘাতী ম্যানেজার

প্রতিবেদন : ইটভাটার ম্যানেজারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। পুরাতন মালদায়। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা, পুরাতন মালদা পুরসভার মৌলপুরে। নাম সাদিকুল ইসলাম (৩৮)। বাড়ি মঙ্গলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌলপুর এলাকায়। স্থানীয় এক ইটভাটার অফিসঘর থেকেই ওই ম্যানেজারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

শুরু রাজ্য ১৬তম শিশু কিশোর উৎসব দিনহাটায়

সংবাদদাতা, কোচবিহার : দিনহাটায় শুরু হতে চলেছে ১৬তম রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব। রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের তত্ত্বাবধানে শিশু কিশোর অ্যাকাডেমির আয়োজনে এবারের রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব হতে চলেছে কোচবিহার জেলার প্রান্তিক শহর দিনহাটায়। দিনহাটার সংহতি ময়দান শিহদ হেমন্ত বসু কর্নার এবং নৃপেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতি সদন এই তিনটি জায়গায় বুধবার দুপুর ২টোয় উদ্বোধন হতে চলেছে চারদিনের অনুষ্ঠানের। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মাঠে উপস্থিত হন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। সাধারণ মানুষকে সহযোগিতার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি অনুষ্ঠানের সামিল হতে আহ্বান করেন। একই সঙ্গে দিনহাটার মতো প্রান্তিক শহরে রাজ্যস্তরের এমন উৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষও। উদয়ন বলেন, এ বছর দিনহাটাতে এই রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। চারদিন চলবে। বুধবার প্রথম দিনে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে। বিকেলে উদ্বোধন উৎসবের।

প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ।

গলায় সেফটিপিন

প্রতিবেদন : চার মাসের গোল্ডেন রিট্রিভার সারমেয় পোকা ভেবে চিবিয়ে খেয়েছিল সেফটিপিন। তাকে দেশপ্রিয় পার্কের পশু প্যাথলজিতে নিয়ে আসেন স্বর্ণালি দাস। যেভাবে শিশুদের শ্বাসনালি থেকে পেনের ঢাকনা বের করা হয়, সেভাবেই গোল্ডির মুখে ফ্লেক্সিবল এন্ডোস্কোপ প্রবেশ করানো হয়। পেটের ভিতর থেকে বের করে আনা হয় সেফটিপিন।

সিসি ক্যামেরা

প্রতিবেদন : নিরাপত্তার স্বার্থে ও র‍্যাগিং রুখতে রাজ্যে সরকারি ও সরকার পোষিত ৫০০ কলেজে সিসি ক্যামেরা বসানোর জোর দিয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যে ৩৪টি কলেজে ক্যামেরা বসেছে। রাজ্যের ৫০৯টি কলেজের মধ্যে ৯টিতে ক্যামেরা আগে থেকেই ছিল। বেশ কিছু কলেজকে ইতিমধ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। বাকিগুলিও দ্রুত হবে।

খুনে দোষীদের যাবজ্জীবন

(প্রথম পাতার পর) থেকে প্রমাণ সংগ্রহ হয়েছে, তা বিস্তারিত তুলে ধরেন এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) সুপ্রতিম সরকার।

সুপ্রতিম বলেন, এই মামলার এফআইআরে ৫ অভিযুক্তের নাম ছিল। কিন্তু তদন্তে দেখা যায়, পাঁচজন ছাড়াও ঘটনায় আরও ৮ জন সরাসরি যুক্ত। সিটের তদন্তকারীরা ওড়িশার ঝাড়সুগুডা, ঝাড়খণ্ডের পাঁকুড়, বীরভূমের পাইকর, হাওড়ার বিভিন্ন এলাকা, ফরাক্কা ও মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে ১৩ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেন। ৫৬ দিনের মধ্যে তদন্ত শেষ করে আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়। তদন্তে প্রাথমিকভাবে সিসিটিভি ফুটেজে অভিযুক্তদের চলাফেরা খতিয়ে দেখা হয়। তারপর প্রত্যেকের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন গুগল ম্যাপে প্লট করে আদালতে জমা দেওয়া হয়। যাতে খুনের সময় ঘটনাস্থলে অভিযুক্তদের প্রত্যেকের উপস্থিতি প্রমাণ হয়।

তদন্তপ্রক্রিয়া নিয়ে এডিজি (দক্ষিণবঙ্গ) আরও জানান, এছাড়াও তদন্তে ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে গেট প্যাটার্ন অ্যানালিসিসের সাহায্য নেওয়া হয়। এমনকী আদালতের অনুমতিক্রমে এজলাসেও ধৃতদের গেট প্যাটার্ন অ্যানালিসিস হয়। বিচারকের সামনে তাঁদের হাঁটাচলা করিয়ে দেখানো হয়। পাশাপাশি, ডিএনও সংক্রান্ত প্রমাণও কাজে লাগানো হয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, নতুন ফৌজদারি বিধি ভারতীয় ন্যায়সংহিতায় গণপিটুনিতে মৃত্যু সংক্রান্ত নতুন যে ১০৩(২) নং ধারা যোগ করা হয়েছে, সেই ধারা যোগ করা হয়েছিল এই মামলায়। এই ধারায় ভারতবর্ষে এটা দ্বিতীয় কনভিকশন!

প্রসঙ্গত, গত ১২ এপ্রিল ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরোধিতায় উত্তাল মুর্শিদাবাদের জাফরাবাদে খুন হয়েছিলেন পিতা-পুত্র হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাস। কুপিয়ে খুন করা হয়েছিল তাঁদের। ঘটনার তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছিল পুলিশ। আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ, মোবাইল টাওয়ারের অবস্থান ইত্যাদি ধরে তদন্ত চালিয়ে একাধিক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। দীর্ঘ শুনানিতে মোট ৩৮ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পরে সোমবার ১৩ জনকে দোষী সাব্যস্ত করেন জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতের বিচারক অমিতাভ মুখোপাধ্যায়। তারপরই মঙ্গলবার দোষীদের আমৃত্যু কারাবাসের নির্দেশ দিল নিম্ন আদালত।

রায়গঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ভৈরবী মন্দির সংস্কার শুরু

মন্দির পরিদর্শনে পুরাতত্ত্ব বিভাগের প্রতিনিধিদল।

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ : রায়গঞ্জের ঐতিহ্যবাহী ভৈরবী মন্দিরে শুরু হয়েছে বহুপ্রতীক্ষিত সংস্কারকাজ। মন্দিরের মূল ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ রেখে সংরক্ষণ কাজের তদারকিতে মঙ্গলবার জেলায় এলেন রাজ্য সরকারের ডিরেক্টরেট অফ আর্কিওলজি অ্যান্ড মিউজিয়ামসের প্রতিনিধি দল। তাঁরা সংস্কারকাজ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সুপারভাইজারি গাইডেন্স দেওয়ার জন্য মঙ্গলবার জেলায় আসেন এই বিশেষ প্রতিনিধি দল। নেতৃত্বে ছিলেন ডিরেক্টরেটের ডিরেক্টর রানা দেবদাস। তাঁর সঙ্গে ছিলেন পূর্ত দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা, স্থানীয় ব্লক প্রশাসনের প্রতিনিধি এবং ভৈরবী মন্দির কমিটির সদস্যরা। আর্কিওলজি ডিরেক্টর রানা দেবদাস বলেন, এটি জেলার ঐতিহ্যশালী একটি মন্দির। অতীতে একবার সংস্কারকাজ হয়েছিল। আবারও নতুন করে সংস্কার করা হচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

প্রেমিকের সঙ্গে স্ত্রীকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেছিলেন স্বামী। এই কারণে খুন হতে হল মেরঠের যুবক স্বামী রাহুলকে। ঘুমন্ত অবস্থায় হাতুড়ি মেরে তাঁকে খুন করে গ্রাইন্ডার মেশিনে কয়েক টুকরো করে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল গঙ্গায়। অভিযুক্ত স্ত্রী রুবি এবং তার প্রেমিক গৌরবকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ

দিল্লি দরবার

24 December 2025 • Wednesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
২৪ ডিসেম্বর ২০২৫
বুধবার

বিজেপি শাসিত দুই রাজ্যে মধ্যযুগীয় অমানবিক নিদানে স্তম্ভিত সভ্য সমাজ

মনের মতো জীবনসঙ্গী বাছার মৌলিক অধিকার হরণ

গুজরাত

আমেদাবাদ : প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনসঙ্গী বেছে নেওয়ার মৌলিক অধিকারেও এবার হস্তক্ষেপ করছে বিজেপি। খোদ মোদিরাজ্যেই বিজেপি সরকার আনতে চলেছে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণের আইন। এই আইন কার্যকর হলে প্রাপ্তবয়স্কদেরও 'লাভ ম্যারেজে'র জন্য অবশ্যই অনুমতি নিতে হবে বাবা-মায়ের। বিয়ের আগে তাঁদের নোটিশও দিতে হবে, যার জবাব দিতে হবে ৩০ দিনের মধ্যেই। শুধু তাই নয়, মেয়ের আধার কার্ডের ঠিকানা অনুযায়ী নির্দিষ্ট অফিসে গিয়ে রেজিস্ট্রি করতে হবে বিয়ে। মোদ্দা কথা, বিয়ের রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হতে চলেছে বাবা-মায়ের সম্মতি। জানা গিয়েছে, গুজরাতের বিজেপি সরকার এই আইনের রূপরেখা ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত করে ফেলেছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ বিষয়ে অর্ডিন্যান্স জারি করা হতে পারে।

বিজেপি সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় উঠেছে রাজ্যজুড়ে। নিন্দায় মুখর হয়েছেন গোটা দেশেরই সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। দেখা দিয়েছে তীব্র বিতর্ক। প্রশ্ন উঠেছে, এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়েও। এই নিয়ম কীভাবে বাস্তবায়িত করা হবে এবং এর ফলে কোন ধরনের জটিলতা দেখা দেবে তা নিয়েও দেখা দিয়েছে গভীর সংশয়, এমনকী আশঙ্কাও। মৌলিক অধিকার এবং সামাজিক সুরক্ষার মধ্যে ভারসাম্যও প্রশ্নচিহ্নের মুখে। আশ্চর্যের বিষয়, কংগ্রেস কিন্তু বিজেপির এই অপচেষ্টার বিরোধিতা তো করছেই না, বরং সমর্থন জানাচ্ছে প্রস্তাবিত আইনকে।

নতুন নিয়মের পক্ষে সাফাই গেয়ে গেরুয়া সরকার খাড়া করেছে যুক্তিও। বলছে, মেয়েরা যাতে অপরাধমূলক অতীতের বা পটভূমির ছেলেদের দ্বারা প্রতারিত না হয় তা সুনিশ্চিত করতে এবং সামাজিক অস্থিরতা কমাতেই এই নয়া নিয়মের ভাবনা। কিন্তু এই যুক্তি মানতে নারাজ সাধারণ মানুষ।

নিষেধাজ্ঞা মহিলাদের ক্যামেরা ফোনে

রাজস্থান

জয়পুর : কী বলা যেতে পারে একে, মধ্যযুগীয় ফতোয়া, নাকি অমানবিক নির্মমতা? প্রমাণিত হল, নারীবিদ্বেষের কোন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে বিজেপি শাসিত রাজস্থানে। মহিলাদের মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল রাজস্থানের গাজিপুরের চৌধুরি সম্প্রদায়। রাজস্থানের জালোর জেলার ১৫টি গ্রামে এই আজব ফতোয়া জারি করেছে গ্রাম পঞ্চায়েত। কী বলা হয়েছে? সাধারণতন্ত্র দিবস থেকে ওই ১৫টি গ্রামের তরুণী এবং পুত্রবধূরা ব্যবহার করতে পারবেন না ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল। মোবাইল নিয়ে যাওয়া যাবে না কোনও অনুষ্ঠানে বা প্রতিবেশীদের বাড়িতেও। এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে উঠেছে তীব্র সমালোচনার ঝড়। অভিযোগ, জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে পুরুষতন্ত্র। হরণ করা হচ্ছে মহিলাদের মৌলিক অধিকার এবং স্বাধীনতা। নেপথ্যে বিজেপির মদত স্পষ্ট। রাজনৈতিক স্বার্থেই তারা অদ্ভুত নীরবতার কৌশল নিয়েছে।

যখন গোটা পৃথিবী হাতের মুঠোয় শুধুমাত্র মোবাইল ফোনের একটি ক্লিকে, তখন এই নিদান একেবারেই হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরি করেছে সভ্যসমাজে। হাসির খোরাক দেশজুড়ে। রাজস্থানের জালোর জেলার গাজীপুরের চৌধুরি সম্প্রদায় গ্রামে এক সভায় এই বিষয়ে আলোচনার পরে মোবাইল ব্যবহার নিয়ে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বলে জানা গিয়েছে।

রবিবার গাজিপুর গ্রামে চৌধুরি সম্প্রদায়ের এক জরুরি সভা ডাকা হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন ১৪টি মহকুমা(পট্টি)-র সভাপতি সুজনরাম চৌধুরী। সভার পরে তিনি নির্দেশ জারি করেন ২৬ জানুয়ারি থেকে সেখানকার ১৫টি গ্রামের তরুণী এবং গৃহবধূরা ক্যামেরা যুক্ত মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না। কি-প্যাড যুক্ত মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন তাঁরা। সূত্রের খবর, সভার পর সেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তরুণী ও পুত্রবধূরা ক্যামেরা যুক্ত মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না। কোনও অনুষ্ঠানে বা প্রতিবেশীদের বাড়িতে গেলেও মোবাইল নিয়ে যাওয়া যাবে না। আগামী বছরের সাধারণতন্ত্র দিবস থেকেই কার্যকর হবে এই নিদান।

কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ঠিক কী কারণে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে? অদ্ভুত যুক্তি খাপ পঞ্চায়েতের। সুজনরাম চৌধুরী জানিয়েছেন নিজেদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তারপরেই 'পঞ্চ হিম্মতারম' (পাঁচ সদস্য)-র তরফ থেকে এই ঘোষণা করা হয়েছে। তারা মনে করছে অনেক মহিলাই বাড়ির কাজ মেটানোর জন্য শিশুদের হাতে মোবাইল তুলে দিচ্ছেন। এর প্রভাব পড়ছে তাদের চোখের উপরে। সেটা ঠেকানোর জন্যই এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, পড়ুয়ারা ঘরে মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে পারবে। পড়ার প্রয়োজনে মোবাইল ফোন রাখা যাবে। কোনও সামাজিক অনুষ্ঠানে বা প্রতিবেশীদের বাড়িতে মোবাইল নিয়ে যাওয়া যাবে না।

এই নির্দেশ এবং নিষেধাজ্ঞা জারি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক শুরু হয়েছে। তবে চৌধুরি সম্প্রদায় এই সিদ্ধান্ত থেকে পিছিয়ে আসতে নারাজ। মহিলারা এই সিদ্ধান্তে কতটা সম্মতি দেবেন এই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বিভিন্ন মহলে। তবে কি ফের বলপূর্বক সেই পুরুষতন্ত্রই চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে গেরুয়া রাজ্যে?

বাংলাদেশ: কেন্দ্রের ব্যর্থতা ঢাকতে শাখা সংগঠনকে উসকে দিচ্ছে বিজেপি

নয়াদিল্লি : অদ্ভুত দ্বিচারিতা বিজেপির। বাংলাদেশ ইস্যুতে কেন্দ্রের মোদি সরকারের ব্যর্থতা ঢাকতে নিজেদের শাখা সংগঠনগুলোকে উসকে দিচ্ছে তারা। রাজধানী দিল্লি-সহ বিভিন্ন রাজ্যে বিক্ষোভের নামে ব্যাপক অরাজকতা চালাচ্ছে তারা। অথচ এটা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না যে বাংলাদেশ ইস্যুতে যাবতীয় দায়দায়িত্ব কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারেরই। রাজ্য সরকারগুলোর কিছুই করার নেই এক্ষেত্রে। এটাই সংবিধানসম্মত। কিন্তু তা জেনেও রাজ্যগুলোতে কেন প্রতিবাদের নামে বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে চাইছে গেরুয়া শিবির? মতলবটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। একদিকে কেন্দ্রের ব্যর্থতা ঢাকার অপকৌশল, অন্যদিকে উগ্র হিন্দুত্বের জিগির তুলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার ষড়যন্ত্র।

উগ্র হিন্দুত্বের জিগির তুলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার ষড়যন্ত্র গেরুয়া শিবিরের

দীপু দাস খুনের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে পুলিশের ব্যারিকেডই ভেঙে ফেলল গেরুয়া বিক্ষোভকারীরা। মারও খেল পুলিশের। কলকাতাতেও বিক্ষোভের নামে অরাজকতার ছবি স্পষ্ট। প্রতিবাদের নামে তুমুল অরাজকতার ছবি দেখা গিয়েছে ত্রিপুরাতেও। আগরতলায় বাংলাদেশ ডেপুটি হাইকমিশন ভিসা সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করেছে।

মধ্যপ্রদেশে ছাড় নেই দৃষ্টিহীনের

ছিঃ! মিথ্যা অভিযোগে অন্ধ মহিলাকে মারধর বিজেপি নেত্রীর

জবলপুর : ছিঃ বিজেপি ছিঃ! গেরুয়া শিবিরে অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেলেন না অন্ধ মহিলাও। মিথ্যে অভিযোগে তাঁকে ব্যাপক মারধর করলেন বিজেপির স্থানীয় নেত্রী অঞ্জু ভার্গব। ন্যক্কারজনক এই ঘটনার সাক্ষী হল মধ্যপ্রদেশের জবলপুর। অন্ধ মহিলাকে ধর্মান্তরণের মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে বিজেপি নেত্রীর মারের ভিডিও ভাইরাল হল সোশ্যাল মিডিয়ায়। উঠল নিন্দার ঝড়।

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের গোরখপুরের একটি চার্চে বড়দিনের উৎসব আয়োজনের জন্য স্থানীয় বহু মানুষ জমায়েত হয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের বাইরের অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও ছিলেন। আচমকাই খবর ছড়িয়ে পড়ে চার্চে ধর্মান্তকরণ করা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চার্চ ঘিরে ধরে একাধিক ধর্মীয় সম্প্রদায় ও বজরং দলের লোকেরা। চার্চের ভিতর ঢুকে রীতিমতো হামলা চালায় তারা। স্থানীয় মানুষের স্বাধীন চিন্তায় বিজেপির দখলদারির বিরোধিতা করেন এক অন্ধ মহিলা। আর তখনই তাঁর উপর চড়াও হয় বিজেপি নেত্রী অঞ্জু ভার্গব।

ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, স্বেচ্ছায় চার্চে আসা স্থানীয় মানুষ বিজেপির হামলাকারীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। অন্ধ মহিলা অঞ্জু ভার্গবকে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এসে শান্ত থাকার কথা বলেন বারবার। তখনই ওই হিন্দু মহিলার উপর চড়াও হয় অঞ্জু। ঘটনায় সরব হয়েছে বিরোধী দলগুলি। কংগ্রেসের তরফ থেকে এই ঘটনাকে অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং নৃশংস বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

অসমে গুলি, হত ২

গুয়াহাটি : অসমের পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায় উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয় মঙ্গলবার। সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে অন্তত দু'জনের। সংঘর্ষ থামাতে পুলিশ প্রথমে লাঠি চালায় এবং কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। গুলিও চলেছে বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় নামাতে হয় সেনা। কার্বি আংলং এবং পশ্চিম কার্বি আংলং জেলায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে প্রশাসন। জানা গিয়েছে ওই অঞ্চলে পশুচারণের জন্য সংরক্ষিত জমিতে একটি বিশেষ ভাষাভাষী মানুষ অবৈধভাবে দখল করে রয়েছে বলে সেখানকার আদিবাসীদের অভিযোগ। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই উত্তেজনার সূত্রপাত সোমবার। উচ্ছেদ অভিযান শুরু হলে মঙ্গলবার তা চরম পর্যায়ে পৌঁছয়। সংঘর্ষ শুরু হয় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে।

ঠান্ডা-দূষণে কাবু দিল্লি

নয়াদিল্লি : প্রচণ্ড ঠান্ডায় জবুথবু রাজধানী দিল্লি। তাপমাত্রা নেমে গিয়েছে দশ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে। পারদ যত নিচে নামছে ততই বাড়ছে দিল্লি-সহ আশপাশের এলাকার বায়ুদূষণ। দিনের বেশির ভাগ সময় জুড়ে দিল্লি-সহ গাজিয়াবাদ, ফরিদাবাদ, নয়ডা, গ্রেটার নয়ডার মতো এলাকাগুলি ঢেকে যাচ্ছে ঘন ধোঁয়াশার চাদরে। মারাত্মক দূষণের জেরেই তৈরি হচ্ছে এই ধোঁয়াশা। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বয়স্ক লোকজন। শ্বাসকষ্টজনিত রোগে ভুগছেন তাঁরা। শ্বাসকষ্টের পাশাপাশি চোখ জ্বালা, চোখ দিয়ে জলপড়ার মতো উপসর্গ দেখা দিয়েছে তাঁদের। একইরকমভাবে অসুস্থতার কবলে পড়ছে শিশুরাও। দিল্লির সব সরকারি হাসপাতালেই ভিড় বাড়ছে শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভুগতে থাকা লোকজনের। এর পাশাপাশি বিক্রি বাড়ছে চোখের ড্রপ, মাস্ক এবং নেব্যুলাইজারের। দূষণের জেরে বিমান ও ট্রেন পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে, বাড়ছে দুর্ঘটনা।

উন্নাও গণধর্ষণ

জামিন পেয়ে গেল প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক

নয়াদিল্লি : বিচারই পেল না উন্নাওয়ের নির্যাতিতা নাবালিকা। মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্টে জামিন পেয়ে গেল ২০১৭ সালের ৪ জুন উন্নাওয়ের গণধর্ষণের মূল অভিযুক্ত প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। ২০১৮ সালের ৮ এপ্রিল উত্তরপ্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে বিচারের দাবিতে ধরনায় বসেছিল নির্যাতিতা ও তার পরিবার। সেখানেই গায়ে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে ওই নাবালিকা। যোগীরাজ্যের গেরুয়া পুলিশ উল্টে নির্যাতিতার বাবাকেই গ্রেফতার করে। পরে পুলিশির হেফাজতে মৃত্যু হয় নির্যাতিতার বাবার। সেই বছরই অভিযুক্ত কুলদীপকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছিল আদালত।

ডাক্তার-রোগী হাতাহাতি

সিমলা : ভাবা যায়, হাসপাতালে শয্যায় চিকিৎসাধীন রোগীর সঙ্গে হাতাহাতি হচ্ছে চিকিৎসকের! এমনই ঘটনার সাক্ষী হল হিমাচল প্রদেশের সিমলার আইজিএমসি। সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আবার অশান্ত হল পাকিস্তান। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী উত্তর-পশ্চিম পাকিস্তানে পুলিশের গাড়িতে হামলা চলল। নিহত চার পুলিশকর্মী। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার দায় নেয়নি কোনও জঙ্গিগোষ্ঠী

ভারতের হাইকমিশনারকে তলব করে উদ্বেগ জানাল বাংলাদেশ

ঢাকা : এই নিয়ে পরপর ছ'বার বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনারকে ডেকে পাঠিয়ে নানা ইস্যুতে অসন্তোষ জানাল অন্তর্বর্তী ইউনুস সরকার। ভোটমুখী বাংলাদেশে যখন কার্যত অরাজকতা চলছে তখন আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা থেকে নজর ঘোরাতে ভারত-বিদ্বেষকে ইন্ধন দিচ্ছে বাংলাদেশ প্রশাসন। মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মাকে তলব করে।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, প্রণয় ভার্মাকে মঙ্গলবার সকাল ১০টায় তলব করা হয়েছিল। তাঁকে তলব করেন বাংলাদেশের বিদেশসচিব আসাদ আলম সিয়াম। এই নিয়ে গত ১০ দিনে প্রণয় ভার্মাকে দ্বিতীয়বার বিদেশ মন্ত্রণালয়ে তলবের ঘটনা ঘটল। আর অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে বিভিন্ন ঘটনায় এপর্যন্ত অন্তত ছ'বার তলব করা হল প্রতিবেশী ভারতের রাষ্ট্রদূতকে।

হামলা, হুমকির তদন্ত চায় ইউনুস সরকার

এই বিষয়ে এদিন ঢাকার তরফে জানানো হয়েছে, প্রণয় ভার্মাকে তলব করে ২০ ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশন ও হাইকমিশনারের বাসভবনের বাইরে ঘটে যাওয়া ঘটনা, ২২ ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে বাংলাদেশ ভিসাকেন্দ্রের ঘটনায় ভারত সরকারের কাছে এই উদ্বেগ জানানো হয়। বলা হয়েছে, ভারতে বাংলাদেশের বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশন প্রাঙ্গণের বাইরে সংঘটিত সহিংস বিক্ষোভের বিষয়ে বাংলাদেশ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, বাংলাদেশ এই ধরনের পরিকল্পিত সহিংসতা বা কূটনৈতিক স্থাপনার প্রতি হুমকিমূলক কর্মকাণ্ডের নিন্দা জানায়। এসব কর্মকাণ্ড শুধু কূটনৈতিক কর্মীদের নিরাপত্তাই বিপন্ন করে না বরং পারস্পরিক সম্মান, শান্তি ও সহনশীলতার মূল্যবোধকে ক্ষুণ্ণ করে। এই ঘটনাগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত দাবি করেছে ঢাকা।

আখলাক হত্যা মামলা

আদালতে জোর ধাক্কা খেল যোগী সরকার

লখনউ : আদালতে জোর ধাক্কা বিজেপি সরকারের। উত্তরপ্রদেশের দাদরির বিসারা গ্রামে ২০১৫ সালের চাঞ্চল্যকর মোহাম্মদ আখলাক গণপিটুনি মামলায় সমস্ত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহারের আবেদন খারিজ করে দিল গ্রেটার নয়ডার সুরজপুর জেলা আদালত। উত্তরপ্রদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দায়ের করা এই আবেদনটির কোনও যুক্তিযুক্ত আইনি ভিত্তি নেই উল্লেখ করে আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে যে, মামলা প্রত্যাহারের এই আরজি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং তাৎপর্যহীন। ফৌজদারি কার্যবিধির ৩২১ ধারার অধীনে সরকারি কৌঁসুলির করা এই আবেদনের ওপর গত ২২ ও ২৩ ডিসেম্বর শুনানির পর আদালত এই ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে।

আদালত স্পষ্ট করেছে যে, চলমান বিচার প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার মতো কোনও যথেষ্ট আইনি কারণ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। ফলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়া যথারীতি অব্যাহত থাকবে। ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রাতে বিসারা গ্রামে এক ভয়াবহ উন্মত্ততার শিকার হয়েছিলেন মোহাম্মদ আখলাক। গোমাংস সংক্রান্ত ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে হিন্দুত্ববাদীদের প্ররোচনায় আখলাককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তের তালিকায় স্থানীয় এক বিজেপি নেতার ছেলে এবং ভাই আছে। ২০২৫ সালের অক্টোবরে উত্তরপ্রদেশ সরকার এই মামলাটি প্রত্যাহারের আবেদন জানায়। সেই আর্জি এবার খারিজ করল কোর্ট।

অপরাধ না করেও প্রাণ দিতে হল, বাংলাদেশে দিশাহীন দীপুর পরিবার

ময়মনসিংহ : বাংলাদেশের নিরীহ পোশাক-শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাস ছিলেন হতদরিদ্র পরিবারটির একমাত্র রোজগেরে। সংখ্যালঘু এই যুবক অন্য কোনও ধর্মকে অসম্মান করেছিলেন এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে তদন্তকারী পুলিশ। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মুখ পুড়েছে ইউনুস সরকারের। তা আড়াল করতে প্রথমে নিহত তরুণের ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা হলেও তদন্তকারীরাই এখন নিশ্চিত করেছেন, আদৌ অন্য ধর্মকে অসম্মান করেননি দীপু, বরং উন্মত্ত মব-ভায়োলেন্সের বলি হতে হয়েছে তাঁকে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার নিন্দা করে অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে ভারতের বিদেশমন্ত্রক। আর রাজনৈতিক হিংসার আগুনে পরিবারের রোজগেরে সদস্যকে হারিয়ে অকূল পাথারে দীপুচন্দ্র দাসের পরিবার।

■ শিশুকন্যা কোলে নিহত দীপুর স্ত্রী।

মাত্র ২১ বছর বয়সে বিধবা হয়েছেন মেঘনারানি দাস। দেড় বছরের মেয়েকে নিয়ে তিনি দিশেহারা। বাবার আদর-ভালবাসা বোঝার আগেই পিতৃহীন শিশুটিকে নিয়ে কোথায় দাঁড়াবেন, কীভাবে সংসার চলবে, সেই দুশ্চিন্তা ভর করেছে দাস পরিবারে। কোলে শিশু নিয়ে মেঘনা বলেন, আমাদের কী হবে এখন? মাত্র ৩ বছরের সংসার আমার, সব শেষ হয়ে গেল। আমার স্বামীকে নিয়ে সুন্দর জীবনের স্বপ্ন দেখছিলাম। ময়মনসিংহের ভালুকায় পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডের শিকার পোশাক-শ্রমিক দীপুচন্দ্র দাসের গ্রামের বাড়ি তারাকান্দা উপজেলার মোকামিয়াকান্দা গ্রামে। পরিবারের সদস্যরা জানান, ১৫ ডিসেম্বর বাড়িতে আসেন দীপু। ১৭ ডিসেম্বর ভোরে আবার চলে যান কর্মস্থলে। ১৯ ডিসেম্বর রাতে নৃশংসভাবে খুন হন দীপু। তাঁর বাবা রবিচন্দ্র দাস বলেন, আমার বড়ছেলে দীপু। কলেজে দ্বিতীয় বর্ষ পড়ার পর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর গার্মেন্টসে কাজ করত। সে-ই আমার সংসারের হাল ধরেছিল। কিন্তু আমার ছেলেটাকে বিনা অপরাধে শেষ করে দিয়েছে।

বিজেপির ধর্মের নামে বজ্জাতি

(প্রথম পাতার পর)

বিজেপির শাসনে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আজ পুরোপুরি ভূলুণ্ঠিত। মানুষের রুচি ও পছন্দের ওপর তালিবানি ফতোয়া জারি করা হচ্ছে। এটাই বিজেপির আসল রূপ। বিজেপি ও তাদের শরিকরা দেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আজ টুপি আটকাচ্ছে, কাল হয়তো আপনাকে শ্বাস নিতেও বাধা দেবে। এদের এই ধর্ম বিরোধী মানসিকতা ও বিদ্বেষের রাজনীতিকে ধিক্কার।

বিজেপি ব্রিগেডের ময়দানে গীতা পাঠের অনুষ্ঠানে চিকেন প্যাটিস বিক্রি করার 'অপরাধে' মারধর করেছিল আরামবাগের হকার শেখ রিয়াজুলকে। এবার বড়দিনের আগে সান্তাক্লজের টুপি বিক্রি করার দায়ে দরিদ্র বিক্রেতাদের যেভাবে হেনস্থা ও ভয় দেখানো হল তাতে নিন্দার ভাষা নেই। শুধু ওড়িশাতেও নয়, দিল্লিতেও সান্তা-টুপি পরা মহিলাদেরও শাসানি দেওয়া হয়েছে। কেন খ্রিস্টানদের টুপি পরে উৎসবে শামিল হওয়া, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে মহিলাদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যে ভিডিও-তে দেখা যাচ্ছে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে সান্তা-টুপি বিক্রি করছেন কয়েকজন। তখন গাড়ি থেকে নেমে কিছু লোক ওড়িশাকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' বলে উল্লেখ করে 'খ্রিস্টানদের জিনিসপত্র' বিক্রি করা যাবে না বলে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে। স্বঘোষিত হিন্দুত্ববাদীদের বলতে শোনা যায়, এটা ভগবান জগন্নাথের দেশ। এখানে শুধু তাঁর শাসনই চলবে। হিন্দু হয়ে তোমরা এটা কীভাবে করছ? তাড়াতাড়ি সব গুটিয়ে এখান থেকে চলে যাও। এরপর আর একটি ভিডিও-তে দেখা যায়, দিল্লিতে সান্তা-টুপি পরে কিছু মহিলা সম্মিলিত হয়েছিলেন আনন্দ-অনুষ্ঠানে। তাঁদেরকে হটিয়ে দেওয়া সেই ক্ষেত্র থেকে। বলা হয় কেন সান্তাক্লজের টুপি পরে তাঁরা এখানে ভিড় জমিয়েছেন? এরপরই প্রশ্ন ওঠে, ভারতের মতো একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশে সান্তাক্লজের টুপি বিক্রি করার জন্য দরিদ্র মানুষদের হেনস্থা কিংবা সান্তার টুপি পরার জন্য মহিলাদের শাসানি অসাংবিধানিক, অনৈতিক।

এরপর যে দুই ভিডিও সামনে আসে, তাতেও ছিল নৃশংসতা। উত্তরপ্রদেশে খ্রিস্টান ধর্মের এক ফাদারের ঘাড় ধরে হুমকি দেওয়ার হাড়হিম করা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিতেও পিছপা হল না তথাকথিত হিন্দুধর্মের রক্ষকরা। সেই হুমকি যিনি দিচ্ছেন, তিনি বাংলাদেশের এক প্রাক্তন ব্লগার। বর্তমানে ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি যোগীরাজ্য উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা ও ধর্ম প্রচারক। আর মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের জেলা সহ-সভাপতি অঞ্জু ভার্গবের হাতে নির্মমভাবে প্রহৃত হলেন দৃষ্টিহীন মহিলা। ধর্মান্তরণের মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে বিজেপি নেত্রীর মারের ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়। ধর্মান্তরণের অভিযোগে চার্চে চড়াও হন বজরং দলের কর্মীরা।

২০ মাসে ১১০০ লিঙ্ক সরানোর নির্দেশ

নয়াদিল্লি : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্ম এক্স (আগের ট্যুইটার)-এর মধ্যে আইনি লড়াই এবং ডিজিটাল সেন্সরশিপের বিতর্ক এক নতুন মাত্রা ধারণ করেছে। ২০২৪ সালের মার্চ মাস থেকে পরবর্তী ২০ মাসের মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ৯১টি 'টেকডাউন নোটিশ' বা কনটেন্ট সরানোর নির্দেশ পাঠিয়েছে এক্স কর্তৃপক্ষকে। এই নোটিশগুলোর মাধ্যমে ১,১০০-রও বেশি ইউআরএল বা ওয়েব লিঙ্ককে 'আইনবিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অভিযোগ উঠেছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের জারি করা টেকডাউন নোটিশের বড় অংশই জননিরাপত্তা বা অপরাধ দমনের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং সমালোচকদের কণ্ঠরোধ করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দিল্লি হাইকোর্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পেশ করা হলফনামা এবং সংগৃহীত নথি পর্যালোচনায় দেখা গেছে, মোট চিহ্নিত ইউআরএল-এর অর্ধেকেরও বেশি (৫৬৬টি) 'জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করার' অভিযোগে অভিযুক্ত। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক লিঙ্ক (১২৪টি) লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে রাজনৈতিক এবং জনজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে করা কনটেন্টকে।

ডিজিটাল সেন্সরশিপ চলছে?

চাঞ্চল্যকর বিষয় হল, ২০ মাসে পাঠানো ৯১টি নোটিশের মধ্যে মাত্র ১৪টিতে বেটিং অ্যাপের প্রচার, আর্থিক জালিয়াতি বা শিশু যৌন নির্যাতনের মতো প্রকৃত অপরাধমূলক কার্যকলাপের উল্লেখ ছিল। বাকি সিংহভাগই রাজনৈতিক পোস্ট বা সরকারের সমালোচনা সংশ্লিষ্ট। বিশেষ করে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সময় এই কনটেন্ট সরানোর তৎপরতা তুঙ্গে ওঠে। এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে ৭৬১টি লিঙ্ক সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়, যার মধ্যে বড় অংশই ছিল বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা বা হ্যান্ডেল থেকে পোস্ট করা। মে মাসে একটি একক নোটিশেই ১১৫টি ইউআরএল সরানোর নির্দেশ দেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। একইভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং শিল্পপতি গৌতম আদানিকে নিয়ে করা বিভিন্ন 'ডক্টর্ড ভিডিও' বা সম্পাদিত ছবি সরানোর জন্যও একাধিকবার চাপ দেওয়া হয়েছে। এমনকী অর্থমন্ত্রী এবং জিএসটি ব্যবস্থা নিয়ে করা ব্যঙ্গাত্মক বা সমালোচনামূলক পোস্টকেও 'মানহানিকর' আখ্যা দিয়ে ব্লক করার নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্র। এই পুরো প্রক্রিয়ার আইনি বৈধতা নিয়ে এক্স কর্তৃপক্ষ এবং সরকারের মধ্যে তীব্র সংঘাত শুরু হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আইটি আইনের ৭৯(৩)(বি) ধারা ব্যবহার করে তাদের 'সহযোগ' পোর্টালের মাধ্যমে এই নির্দেশগুলো পাঠাচ্ছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

গ্লুকোমা-প্রতিরোধে নিয়মিত চোখ পরীক্ষা, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস যেমন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও ওমেগা-৩ সমৃদ্ধ খাবার, নিয়মিত ব্যায়াম, ধূমপান ত্যাগ এবং উচ্চ রক্তচাপ ও ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ জরুরি

স্টেথোস্কোপ

গ্লুকোমা সচেতনতায়

ঠিক সময় ধরা না পড়লে বা চিকিৎসা শুরু না হলে চিরতরে চলে যেতে পারে দৃষ্টিশক্তি। আজীবনের জন্য আপনি অন্ধ হয়ে যেতে পারেন। চুপিসারে হানা দেয় বলে একে সাইলেন্ট থিফও বলেন চিকিৎসকরা। তাই গোটা জানুয়ারি হল গ্লুকোমা-সচেতনতা মাস। লিখলেন **শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী**

জানুয়ারি হল আন্তর্জাতিক গ্লুকোমা-সচেতনতা মাস। চোখের এই রোগের কোনও প্রতিকার নেই তাই জরুরি সচেতনতা এবং সতর্কতা কারণ দ্রুত চিকিৎসা শুরু হলে তবেই দৃষ্টিশক্তি হ্রাস রোধ করা সম্ভব। আর রোগ ধরা পড়ার পথ হল ঠিকঠাক চোখের পরীক্ষা।

বিশ্বে প্রায় ৮০ মিলিয়ন মানুষ গ্লুকোমায় আক্রান্ত, যা অন্ধত্বের দ্বিতীয় প্রধান কারণ এবং ২০৪০ সালের মধ্যে এই সংখ্যা ১১০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হতে হতে একটা সময় সম্পূর্ণ চলে যেতে দেখা যায় বহু মানুষকেই। একেই বলে গ্লুকোমা। ভারতবর্ষেও গ্লুকোমার পরিসংখ্যান ভয়াবহ। আমাদের দেশে এই রোগাক্রান্তের সংখ্যা ১ কোটি ১২ লক্ষেরও বেশি। তার মধ্যে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ রোগীর অনেক দেরিতে গ্লুকোমা রোগ ধরা পড়ে। এর ফল খারাপ হয়।

গ্লুকোমা একটি চোখের রোগ। যা হলে চোখের অপটিক নার্ভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চোখের ভেতরে ক্রমাগত জলীয় তরল তৈরি হয় এবং নিষ্কাশিত হয়। এই তরলের নাম অ্যাকুয়াস হিউমার। এই তরল পদার্থটি আমাদের চোখের কর্নিয়া ও লেন্সকে পুষ্টি সরবরাহ করে। যদি কোনও কারণে এই অ্যাকুয়াস হিউমারের নিষ্কাশন পথ বন্ধ হয়ে যায় বা ঠিকমতো কাজ না করে, তখন সেই ফ্লুইড বা তরল চোখে জমে যায় এবং চোখের পিছনের পর্দা অপটিক নার্ভে চাপ বেড়ে যায়। একে 'ইন্ট্রা-অকুলার প্রেশার' বলা হয়। যা অপটিক স্নায়ুকে ক্ষতিগ্রস্ত করে ফেলে এবং যত চাপ বাড়ে তত চোখের দৃষ্টি কমতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে সেই মানুষটির জীবনে অন্ধত্ব নেমে আসে। গ্লুকোমায় আক্রান্ত হলে একেবারে শুরুর দিকে রোগীর 'সাইড ভিশন' অর্থাৎ পাশের জিনিস দেখার ক্ষমতা নষ্ট হতে থাকে। যদি কোনও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি বলেন পাশের দিকে দেখতে পারছেন না তাহলে সাবধান হতে হবে অর্থাৎ কারও যদি 'সাইড ভিশন' ঝাপসা হতে শুরু করে একমুহূর্ত দেরি না করে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। কারণ, দেরি হলে জটিলতা বাড়তে পারে। তবে যেহেতু কোনও নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াও গ্লুকোমা হতে পারে সেটাই মূলত ভয়ের তার কারণ প্রায় ৯০% গ্লুকোমা রোগী অজ্ঞ বা তাঁদের রোগ নির্ণয় সঠিক সময় হয় না, আর প্রাথমিক পর্যায়ে এই চোখের রোগের কোনও লক্ষণই থাকে না এবং সেই সঙ্গে সচেতনতার অভাব তো রয়েছেই। গবেষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে এশিয়াতে গ্লুকোমায় আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা আরও প্রায় ২৭.৮ মিলিয়ন বাড়বে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে, যার একটি বড় অংশ ভারত ও চিনের জনসংখ্যায় দেখা যাবে।

গ্লুকোমার কিছু লক্ষণ

- চোখে খুব ব্যথা বা চাপ।
- মাথার খুব যন্ত্রণা।
- লাল বা চোখে রক্তজমাট বেঁধে যাওয়া।
- দু-রকমের ভিশন বা দৃষ্টি।
- ব্লারি ভিশন বা ঝাপসা দৃষ্টি।
- টানেল ভিশন অর্থাৎ এমন একটি অবস্থা যেখানে আপনি আপনার চারপাশের সবকিছু দেখতে না পেয়ে শুধুমাত্র সরাসরি সামনের দিকে একটি সংকীর্ণ বৃত্তাকার অংশ দেখতে পান, ঠিক যেন একটি টানেলের মধ্যে দিয়ে দেখছেন! অনেক সময় পেরিফেরাল ভিশন লস বা পার্শ্ববর্তী দৃষ্টিশক্তি হারানোর ফলে হয়।
- চোখের আলোর চারপাশে রঙিন রামধনুর মতো বলয়।
- মায়োডেসপসিয়া বা আই ফ্লোটার বা চোখে ভাসমান বিন্দু বা ভাসমান কিছুর উপস্থিতি।
- হঠাৎ দৃষ্টিতে ঝলমলে আলো দেখা বা ফটোপসিয়া।

ওপেন অ্যাঙ্গেল গ্লুকোমা হল গ্লুকোমার সবচেয়ে সাধারণ ধরন। গ্লুকোমা জন্মগত হয় এছাড়া গ্লুকোমার আরও দুটো ধরন হয় ক্লোজার গ্লুকোমা ও সেকেন্ডারি গ্লুকোমা। সাধারণত ৪০ বছরের ঊর্ধ্বে গ্লুকোমা হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। উচ্চরক্তচাপ এবং উচ্চমাত্রায় ডায়াবেটিস থাকলে গ্লুকোমার সম্ভাবনা থাকে। যাঁদের অতিরিক্ত মাইনাস পাওয়ার থাকে তাঁদেরও গ্লুকোমা থাকে। তবে অল্পবয়সিদের মধ্যেও এই রোগের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কোনও সময়ে চোখে গুরুতর চোট বা আঘাত লেগে থাকলে পরবর্তীতে সেই ক্ষতস্থান থেকেও গ্লুকোমা হতে পারে। যাঁরা নিয়মিত স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ বা ইনহেলার নেন তাঁদেরও গ্লুকোমায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে।

গ্লুকোমা নির্ণয়ে

গ্লুকোমা নির্ণয়ে জরুরি পরীক্ষাগুলো হল চোখের চাপ মাপা (টোনোমেট্রি), অপটিক স্নায়ুর ক্ষতি পরীক্ষা (ডাইলেটেড টেস্ট), পেরিফেরাল দৃষ্টি পরীক্ষা (ভিজ্যুয়াল ফিল্ড টেস্ট), চোখের ড্রেনেজ কোণ দেখা (গনিওস্কোপি) এবং কর্নিয়ার পুরুত্ব মাপা (প্যাকিমেট্রি) ইত্যাদি। এই পরীক্ষাগুলো চোখের অভ্যন্তরীণ চাপ, অপটিক স্নায়ুর অবস্থা এবং দৃষ্টিশক্তির পরিবর্তন শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এর থেকে অনেকটাই ধরা পড়ে।

কিছুক্ষেত্রে গ্লুকোমার গুরুতর লক্ষণ দেখা দিতে পারে যা বিপজ্জনক। যেমন—

- চোখের পাতা অসম্ভব ফুলে ওঠে।
- চোখের আইরিস বা সাদা অংশে রক্ত জমাট বাঁধা । কোনও কারণে চোখে চাপ বাড়লে এমনটা হয় যা হালকা হতে পারে কিন্তু আবার গুরুতর হতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ জরুরি।
- বমি-বমি-ভাব বা চোখের চাপ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি-ভাব।

চিকিৎসা

বিভিন্ন ধরনের আই ড্রপ, ওরাল মেডিকেশন ও লেজার ট্রিটমেন্ট গ্লুকোমার ক্ষেত্রে মূল চিকিৎসা কিন্তু এতে কাজ না হলে সার্জারির প্রয়োজন হয় তখন সার্জারির মাধ্যমে চোখে স্টেন্ট বসানো হয়। এ-ছাড়া রয়েছে গ্লুকোমা ড্রেনেজ ইমপ্লান্ট অর্থাৎ চোখের ভিতর ছোট টিউব বসানো হয় এই চিকিৎসায়।

■ *সুস্থ-স্বাভাবিক চোখ*

■ *অপটিক স্নায়ুতে চাপ বেড়ে ক্ষতিগ্রস্ত*

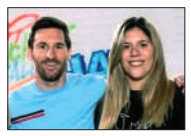

পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি মেসির বোন মারিয়া, পিছিয়ে গেল বিয়ে

সুপার কাপ নাপোলির

১১ বছর পর ইতালিয়ান সুপার কাপ জিতে উচ্ছ্বাস নাপোলির ফুটবলারদের।

জেড্ডা, ২৩ ডিসেম্বর : ইতালিয়ান সুপার কাপ জিতল নাপোলি। বোলোগনার বিরুদ্ধে দুই অর্ধে দুটি গোল করেছেন ডাচ উইঙ্গার ডেভিড নেরেস।

প্রথমার্ধের শেষের মুখে ডাচ ফুটবলার নেরেস দুর থেকে শটে নাপোলিকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধে বোলোগনার গোলকিপারের ভুলে নেরেসের পায়ে বল গেলে তিনি আরও একটি গোল চাপিয়ে দেন। গত সপ্তাহে এসি মিলানের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালেও গোল করেছিলেন এই ফুটবলার। সবমিলিয়ে তিনি সুপার কাপে তিনটি গোল করেছেন। ১৯৯০ ও ২০১৪-তে নাপোলি এই টুর্নামেন্ট জিতেছিল। এটি তাদের তৃতীয় সুপার কাপ জয়।

নাপোলি কোচ অ্যান্তোনিও কন্তে খেলার পর বলেন, এই কৃতিত্ব ফুটবলারদের। ওরা সুপার কাপ জেতার জন্য মুখিয়ে ছিল। ক্রিসমাসের আগে এটা ওদের জন্য বড় উপহার। আগে সুপার কাপে শুধু সিরি এ ও ইতালিয়ান ক্লাব চ্যাম্পিয়ন দল খেলত। ২০২৩ থেকে দুটি রানার আপ দলকেও নেওয়া হচ্ছে। চার দলের এই টুর্নামেন্ট ২০২৯ পর্যন্ত সৌদি আরবে হবে বলে চুক্তি আছে।

সুপার কাপ জিতলেও নাপোলি বর্তমানে সিরি এ-তে শীর্ষে থাকা ইন্টার মিলানের থেকে দুই পয়েন্টে পিছিয়ে আছে। রবিবার তারা খেলবে ক্রেমোনেসের বিরুদ্ধে। বোলোগনা ঘরের মাঠে খেলবে সাসুওলের সঙ্গে।

নেইমারের অস্ত্রোপচার

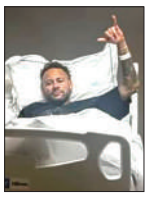

প্রতিবেদন : ব্রাজিলের জার্সিতে ২০২৬ বিশ্বকাপে নেইমার দ্য সিলভা স্যান্টোস জুনিয়রের খেলা নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে। তার মধ্যেই ব্রাজিল তারকার চোটগ্রস্ত বাঁ-পায়ের হাঁটুর অস্ত্রোপচার হল। চোট নিয়েই স্যান্টোসের হয়ে খেলছিলেন ৩৩ বছর বয়সি নেইমার। দলের অবনমন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নেন তিনি। স্যান্টোসের তরফে জানানো হয়েছে, ব্রাজিল জাতীয় দলের চিকিৎসক নেইমারের অস্ত্রোপচার করেছেন। এর আগেও তিনি প্রাক্তন বার্সেলোনা তারকার পায়ের হাড় ভাঙা এবং লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়ার জন্য অস্ত্রোপচার করেছিলেন। দু'বছরেরও বেশি সময় ধরে দেশের হয়ে খেলেননি নেইমার। আসন্ন বিশ্বকাপেও তাঁর খেলা নিয়ে আশঙ্কার মেঘ। ব্রাজিল কোচ কার্লো আনচেলোত্তি জানিয়ে দিয়েছেন, ১০০ শতাংশ ফিট হলেই জাতীয় দলের হয়ে খেলতে পারবেন নেইমার। ব্রাজিলীয় সুপারস্টার অবশ্য আশাবাদী বিশ্বকাপ খেলার ব্যাপারে।

অ্যাসেজে নেই কামিন্স, অনিশ্চিত বিশ্বকাপেও

মেলবোর্ন, ২৩ ডিসেম্বর : আশঙ্কাই সত্যি হল! চলতি অ্যাসেজের বাকি দুই টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন প্যাট কামিন্স। শুধু তাই নয়, আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপেও কামিন্সের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

শুক্রবার থেকে মেলবোর্নে শুরু হচ্ছে বক্সিং ডে টেস্ট। মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড মেলবোর্নে তো বটেই, সিডনিতে আয়োজিত অ্যাসেজের শেষ টেস্টেও কামিন্সকে পাওয়া যাবে না। ফলে এবারের অ্যাসেজে একটি মাত্র টেস্ট খেলেই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে কামিন্সকে। তাঁর অনুপস্থিতিতে সিরিজের শেষ দুই টেস্টে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। ম্যাকডোনাল্ড বলেন, এই সিরিজে কামিন্সকে আর পাওয়া যাবে না। ওর পিঠে চোট রয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই অ্যাসেজ জিতে গিয়েছি। তাই ওকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। আমরা ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। কামিন্স আমাদের দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটে ওকে লম্বা সময়ের জন্য প্রয়োজন।

৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপ। দীর্ঘদিন কুড়ি-বিশের ফরম্যাটে খেলেননি কামিন্স। শেষবার তাঁকে এই ফরম্যাটে দেখা গিয়েছিল, ২০২৪ সালের টি-২০ বিশ্বকাপে। আগামী বিশ্বকাপের আগেই কি অস্ট্রেলীয় পেসার ফিট হয়ে উঠবেন। ম্যাকডোনাল্ডের বক্তব্য, আমরা পরিস্থিতির দিক নজর রাখছি। তাই এখনও বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করা হয়েছি। কামিন্স বিশ্বকাপ খেলতে পারবে কি না, তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়েই নির্বাচকরা ওর বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। এদিকে, কামিন্সের মতো চলতি অ্যাসেজের শেষ দুই টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছেন অফস্পিনার নাথান লিয়নও। অ্যাডিলেড টেস্টের পঞ্চম দিন চোট পেয়েছিলেন লিয়ন। তাঁর পরিবর্তে টেস্ট দলে ডাকা হয়েছে টড মারফিকে।

রুদ্ধশ্বাস জয় সালাহদের

আগাদির, ২৩ ডিসেম্বর : দেশের জার্সিতে ফিরেই চেনা ছন্দে মহম্মদ সালাহ। তাঁর শেষ মুহূর্তের গোলে জিম্বাবোয়েকে ২-১ গোলে হারিয়ে আফ্রিকা কাপ অফ নেশনসে অভিযান শুরু করেছে মিশর।

চলতি মরশুমটা খুব একটা ভাল কাটছে না সালাহর। লিভারপুলের শেষ পাঁচ ম্যাচে প্রথম এগারোতে জায়গা পাননি। যা নিয়ে কোচ আর্নে স্লটের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তোপ দেগেছিলেন। পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে নেন নিজের আচরণের জন্য। তবুও লিভারপুলে সালাহর ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে সালাহর এহেন ম্যাচ জেতানো পারফরম্যান্স তাঁর ভক্তদের মনোবল বাড়াবে।

আফ্রিকান কাপ

জিম্বাবোয়ের শত চেষ্টাতেও রোখা যায়নি সালাহকে।

গ্রুপ 'বি'-র এই ম্যাচে ধারে ও ভারে অনেকটাই পিছিয়ে থাকা জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে শুরুটা ভাল হয়নি মিশরের। ম্যাচের ২০ মিনিটেই পিছিয়ে পড়েছিলেন সালাহরা। জিম্বাবোয়ের গোলদাতা প্রিন্স দুবে। বিরতির আগে অনেক চেষ্টা করেও সেই গোল শোধ করতে পারেনি মিশর। দ্বিতীয়ার্ধে আক্রমণের তীব্রতা আরও বাড়ায় মিশর। ৬৪ মিনিটে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির স্ট্রাইকার ওমর মারমৌশের গোলে ১-১ করেও ফেলে।

তবে জয়সূচক গোলের জন্য আরও অনেকটা সময় অপেক্ষা করতে হয়েছে মিশরকে। সংযুক্ত সময়ের প্রথম মিনিটে বক্সের ভিতরে বল পেয়ে যান সালাহ। এরপর দুই বিপক্ষ ডিফেন্ডারের পায়ের জঙ্গল এড়িয়ে বাঁ পায়ের অসাধারণ শটে জিম্বাবোয়ের গোলকিপার ওয়াশিংটন আরুবিকে পরাস্ত করে দলকে মূল্যবান তিন পয়েন্ট উপহার দেন। ম্যাচের পর মিশরের কোচ হুসাম হাসান বলেছেন, আমাদের আরও বড় ব্যবধানে জেতা উচিত ছিল। এদিকে, টুর্নামেন্টের অন্য একটি ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকা ২-১ গোলে হারিয়েছে অ্যাঙ্গোলাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার গোলদাতা ওসউইন অ্যাপোলো ও লাইল ফস্টার। অ্যাঙ্গোলার একমাত্র গোলটি করেন ম্যানুয়েল লুইস দ্য সিলভা।

প্রিয়ান্দানার বিশ্বরেকর্ড

বালি, ২৩ ডিসেম্বর : এক ওভারে পাঁচ উইকেট। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন ইন্দোনেশিয়ার ২৮ বছর বয়সি পেসার গেদে প্রিয়ান্দানা। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পুরুষ বা মহিলা ক্রিকেটে এর আগে কেউ এক ওভারে ৫ উইকেট নিতে পারেননি। মঙ্গলবার বালিতে টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে জয়ের জন্য ১৬৮ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করছিল কম্বোডিয়া। ১৫ ওভার শেষে তাদের সংগ্রহ ছিল ৫ উইকেটে ১০৬ রান। ১৬তম ওভারে বল করতে আসেন প্রিয়ান্দানা। আব্রার হোসেন, নির্মলজিৎ সিং ও চ্যানথুন রথানাককে আউট করে হ্যাটট্রিক করেন তিনি। চতুর্থ বলে উইকেট পাননি। পঞ্চম বলে মনদারা সক এবং শেষ বলে পেল ভেলাককে আউট করেন প্রিয়ান্দানা। এই ওভারে মাত্র ১ রান (ওয়াইড) দিয়ে ৫ উইকেট নিয়ে অবিশ্বাস্য নজির গড়েন এই ডান হাতি পেসার। ৬০ রানে ম্যাচ জেতে ইন্দোনেশিয়া।

ডেভিস কাপে নেতা নাগাল, বাদ বালাজি

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ডেভিস কাপের কোয়ালিফায়ারের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচে ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন সুমিত নাগাল। তবে বাদ পড়লেন অভিজ্ঞ ডাবলস প্লেয়ার এন শ্রীরাম বালাজি। প্রসঙ্গত, বেঙ্গালুরুতে আগামী ৭ এবং ৮ ফেব্রুয়ারি ডাচদের মুখোমুখি হবেন নাগালরা।

মঙ্গলবার সর্বভারতীয় টেনিস ফেডারেশন যে পাঁচজনের দল ঘোষণা করেছে, তাতে বালাজির বাদ পড়া ছাড়া আর কোনও চমক নেই। বালাজির অনুপস্থিতিতে ডাবলসে ঋত্বিক বোলিপাল্লির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন যুকি ভামরি। এছাড়া দলে রয়েছেন দক্ষিণেশ্বর সুরেশ এবং করণ সিং। সিঙ্গলসে ভারতের বাজি নাগাল ও সুরেশ। এছাড়া রিজার্ভে রাখা হয়েছে আরিয়ন শাহ, অনিরুদ্ধ চন্দ্রশেখর ও দিগ্বিজয় সিংকে। কেন শ্রীরামের মতো অভিজ্ঞকে বাদ দেওয়া হয়েছে, এই প্রশ্নের উত্তরে ননপ্লেয়িং ক্যাপ্টেন রোহিত রাজপাল জানিয়েছেন, ভবিষ্যতের কথা ভেবে নির্বাচকরা নতুন মুখ তুলে আনতে চান।

গত সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড গ্রুপ ওয়ান টাই-য়ে শক্তিশালী সুইজারল্যান্ডকে তাদের দেশের মাটিতে হারিয়ে ডেভিস কাপের কোয়ালিফায়ারে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন নাগালরা। যা ছিল দীর্ঘ ৩২ বছর পর ইউরোপের মাটিতে কোনও ইউরোপিয়ান দলের বিরুদ্ধে ভারতীয় টেনিস দলের জয়। এবার ঘরের মাঠে খেললেও, নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে নাগালদের। ডেভিস কাপে ডাচদের র‍্যাঙ্কিং যেখানে ৪, সেখানে ভারত রয়েছে ৩৩ নম্বরে।

টি-২০ বিশ্বকাপে ২০টি ম্যাচ হবে শ্রীলঙ্কায়। তবে সাইক্লোনের আশঙ্কাও আছে। তবু আশাবাদী আইসিসি

সূচি ও ক্লান্তি আজ কাঁটা ইস্টবেঙ্গলের

আইডব্লুএলের প্রস্তুতিতে সুলঞ্জনারা।

প্রতিবেদন : সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে বিদেশের মাটিতে ইতিহাস গড়ে ফিরেছে ইস্টবেঙ্গলের মেয়েরা। কাঠমান্ডু থেকে কলকাতায় ফেরার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ইন্ডিয়ান উওমেন্স লিগে অভিযান শুরু করছে 'মশাল গার্লস'। ইস্টবেঙ্গল গতবারের চ্যাম্পিয়ন। আইডব্লুএলে খেতাব রক্ষার মিশনে কল্যাণীর মাঠে ফাজিলা ইকওয়াপুটদের প্রথম প্রতিপক্ষ মাদুরাইয়ের দল সেতু এফসি। কিন্তু জাতীয় লিগে নামার আগে লাল-হলুদ শিবিরকে ভাবাচ্ছে কঠিন সূচি এবং ক্লান্তি।

লিগে প্রথম ম্যাচে নামার আগে সূচি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। তিনি বলেন, টানা ম্যাচ খেলায় ফুটবলারদের ক্লান্তি চিন্তার বিষয়। কোচ হিসেবে আমি চেয়েছিলাম, ম্যাচটা দু'তিন দিন পিছিয়ে দেওয়া হোক। সব কিছু ভেবে সূচি ঠিক হলে ফুটবলাররা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পেত। রবিবার রাতে শহরে আসার পর সোমবার মাত্র একটা দিন বিশ্রাম পেয়েছে মেয়েরা। মঙ্গলবার প্র্যাকটিস করে বুধবার ম্যাচ খেলতে হচ্ছে। আশা করি, খেলোয়াড়রা পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে মাঠে সেরাটা দেবে।

প্রতিপক্ষ সেতু এফসি-কে নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ ইস্টবেঙ্গল কোচ। আইডব্লুএলে তিনজন বিদেশি খেলানো যায়। প্রথম একাদশ নিয়ে ধোঁয়াশা রাখলেন অ্যান্থনি। তিনি জানিয়েছেন, ম্যাচের দিন প্রথম এগারো চূড়ান্ত করবেন। নিয়মিত সুযোগ না পাওয়া কয়েক জন খেলতে পারেন। কোচের পাশে বসে ফুটবলার কার্তিকা অঙ্গমুথু বললেন, খেতাব ধরে রাখার চাপ থাকবেই। তবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ম্যাচ খেলে আমরা এটাতে অভ্যস্ত।

সংশয় নিয়েই ছুটিতে দিমিরা

প্রতিবেদন : মঙ্গলবার শেষ অনুশীলন করে ক্রিসমাস এবং নববর্ষের ছুটিতে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। কিন্তু আইএসএল নিয়ে আশঙ্কা নিয়েই দিমিত্রি পেত্রাতোস, মনবীর সিংরা ছুটিতে গেলেন। ২৪ ডিসেম্বর থেকে নতুন বছরের ২ জানুয়ারি পর্যন্ত বর্ষবরণের ছুটি বাগানে। কিন্তু আইএসএল নিয়ে জটিলতা না কাটলে ৩ জানুয়ারি থেকে অনুশীলনে হয়তো নামবে না দল। ৭ বা ৮ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্টে আইএসএল নিয়ে শুনানি হতে পারে। শীর্ষ আদালতের সিদ্ধান্ত জানার পরই সিদ্ধান্ত নেবে মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট। এদিন রিলায়েন্স যুব লিগে চুঁচুড়া ইয়ং কর্নারকে ৬-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। জোড়া গোল রাজদীপ পালের।

ট্রফির লড়াই

প্রতিবেদন : উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে ৯২ বছরের পুরনো প্রতিযোগিতা কুলদাকান্ত শিল্ডের ফাইনালে বুধবার ইস্টবেঙ্গল ও ডায়মন্ড হারবার এফসি পরস্পরের মুখোমুখি। দু'দলই প্রতিযোগিতায় আগাগোড়া দাপট দেখিয়ে ফাইনালে উঠেছে।

শেফালি ঝড়ে ফের সহজ জয় ভারতের

ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি হাকিয়ে ম্যাচের সেরা শেফালি। মঙ্গলবার।

বিশাখাপত্তনম, ২৩ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-২০ ম্যাচেও অনায়াস জয় পেলেন হরমনপ্রীত কৌররা। মঙ্গলবার ভারতীয় মেয়েরা ৭ উইকেটে জিতে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেলেন। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১২৮ রান তুলেছিল শ্রীলঙ্কা। জবাবে মাত্র ১১.৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১২৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় ভারত।

এই জয়ে ব্যাট হাতে বড় ভূমিকা পালন করলেন শেফালি ভার্মা ও জেমাইমা রডরিগেজ। রান তাড়া করতে নেমে স্মৃতি মান্ধানার (১১ বলে ১৪) উইকেট দ্রুত হারিয়েছিল ভারত। যদিও শেফালি ও জেমাইমা দুরন্ত ব্যাটিং করে দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন। প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত হাফ সেঞ্চুরি হাঁকানো জেমাইমা এদিন ১৫ বলে ২৬ রান করে আউট হন। শেফালি অবশ্য মাত্র ৩৪ বলে ৬৯ করে নট আউট থাকেন। তবে রান পেলেন না হরমনপ্রীত। মাত্র ১০ করে আউট হন তিনি। ১ রানে নট আউট থাকেন রিচা ঘোষ।

এদিনও টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হরমনপ্রীত। ব্যাট করতে নেমে, ইনিংসের প্রথম ওভারেই ভিস্মি গুণরত্নেকে (১ রান) খুইয়েছিল শ্রীলঙ্কা। যদিও ইতিবাচক ব্যাটিং করে সেই চাপ অনেকটাই কাটিয়ে দেন অধিনায়ক চামারি আট্টাপাটু ও হাসিনি পেরেরা। ২৪ বলে ৩১ রান করে স্নেহ রানার শিকার হন আট্টাপাটু।

এরপর স্কোরবোর্ড সচল রেখেছিলেন হাসিনি এবং হর্ষিতা সমরবিক্রমা। এই জুটি ভাঙেন শ্রী চারানি। বড় শট মারতে গিয়ে শ্রী চারানির হাতেই ক্যাচ দিয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরেন হাসানি। তাঁর অবদান ২৮ বলে ২২ রান। দারুণ ব্যাট করছিলেন হর্ষিতা। কিন্তু ৩২ বলে ৩৩ করে রান আউটের শিকার হন তিনি। এরপর থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়েছে। নীলাক্ষীকা সিলভা মাত্র ২ রান করে বৈষ্ণবী শর্মার বলে আউট হন। আন্তজার্তিক ক্রিকেটে যা বৈষ্ণবীর প্রথম উইকেট। রানের গতি বাড়াতে গিয়ে আউট হন কবিশা দিলহারিও (১৮ বলে ১৪)। পরের ওভারেই শশীনী গিমানিকে (০) প্যাভিলিয়নে ফেরত পাঠান বৈষ্ণবী। রান আউট হন কাব্য কাবিন্দি (১) এবং কৌশিনী নুত্যঙ্গনা (১১)। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে বৈষ্ণবী ও শ্রী চারানি ২টি করে উইকেট দখল করেন।

প্রশ্নে লিগ, এএফসি স্লট হারানোর আশঙ্কা

প্রতিবেদন : চলতি মরশুমে আদৌ কি আইএসএলের বল গড়াবে? ক্লাব জোটের প্রস্তাব নাকচ করে ফেডারেশন নিজেরাই দেশের সর্বোচ্চ লিগ আয়োজন করতে চেয়ে কমিটি গড়েছে। সোমবার থেকে রোজ শুধু বৈঠকই করছেন কমিটির সদস্য অনির্বাণ দত্ত, নাভাস মিরান, কাইটানো ফার্নান্ডেজরা। সেখানে টাকার উৎস কী হবে, আইএসএল চালানোর জন্য কোথা থেকে আসবে অর্থ, এ সব নিয়ে আলোচনা নেই। ভেনু হিসেবে গোয়া এবং বাংলাকে বেছে নিয়ে দলগুলিকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করে রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতিতে দুই রাজ্যে ম্যাচ চাইছে ফেডারেশন। কিন্তু লিগ চালানোর জন্য শক্তিশালী বিনিয়োগকারী কীভাবে আসবে? তা জানা নেই অর্কমণ্য কল্যাণ চৌবেদের।

ক্লাবগুলি তাকিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দিকে। একইসঙ্গে তারা কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের পদক্ষেপের অপেক্ষায়। ক্রীড়ামন্ত্রক হাত তুলে দিলে ক্লাবগুলির কাছে আর কোনও উপায় থাকবে না। ফুটবলারদের চুক্তি বাতিল করে তাদের রিলিজ করে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই কয়েকটি ক্লাব তাদের দামি ফুটবলারদের চুক্তি বাতিল করে জানুয়ারি উইন্ডোয় নতুন ক্লাবে খেলার রাস্তা খুলে দিচ্ছে। তবু সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি আটকাতে শেষ চেষ্টা চলছে। এএফসি স্লট ধরে রাখতে হলে প্রতিটি ক্লাবকে ঘরোয়া শীর্ষ লিগ এবং কাপ মিলিয়ে ন্যূনতম ২৪টি ম্যাচ খেলতে হবে। লিগ না হলে ফেডারেশনকে এক মরশুমের জন্য এএফসি-র কাছে অব্যাহতি চাইতে হতে পারে।

ফিফার নিয়মনীতির মধ্যে থেকে ক্রীড়ামন্ত্রক জট কাটানোর দায়িত্ব নিয়েও এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ। ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় নিয়েছে ফেডারেশন। ক্লাব জোটের সঙ্গে আলোচনা করে অন্তত এবারের মতো অন্তর্বর্তীকালীন সমাধানসূত্র বের করতে হবে তাদের। কিন্তু খোদ ফেডারেশনেই আস্থা নেই সংস্থার সদস্যদের একটা অংশের। সেই চাপেই নাকি ক্লাব জোটকে তাদের কিছু শর্ত শিথিল করে এবারের মতো 'কনসোর্টিয়াম' গড়ে আইএসএল আয়োজনের অনুরোধও করেছে ফেডারেশন। এখন আগামী কয়েকদিনের আলোচনা এবং পর্দার আড়ালে চলতে থাকা নাটকীয় গতিপ্রকৃতির উপরই নির্ভর করছে আইএসএলের ভবিষ্যৎ!

এগিয়ে মুম্বই

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম দিনেই চাপে বাংলা। মঙ্গলবার ভুবনেশ্বরে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, দিনের শেষে ২ উইকেটে ৩০২ রান তুলেছে মুম্বই। দুরন্ত সেঞ্চুরি এসেছে আয়ুষ শেটের ব্যাট থেকে। আয়ুষ ১৩৯ রানে ও হর্ষ কদম ৫৭ রানে অপরাজিত রয়েছে। এস ঋষভ ৫৫ এবং আয়ুষ শিন্ডে ৪৫ রান করে আউট হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের ড্র

প্রতিবেদন : জমে উঠেছে বেঙ্গল সুপার লিগ। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে টানটান উত্তেজনার ম্যাচে নর্থ বেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি-কে আটকে দিল কোপা টাইগার্স বীরভূম। ম্যাচ গোলশূন্য ড্র। লিগের শুরুতে হারের হ্যাটট্রিকের পর এদিন চতুর্থ ম্যাচে ঘুরে দাঁড়াল বীরভূম। নর্থ বেঙ্গল আগের ম্যাচে বর্ধমান ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে অনায়াসেই জিতেছিল। আগে বীরভূমের বিরুদ্ধেও জিতেছিল নর্থ বেঙ্গল। কিন্তু এদিন অ্যাওয়ে ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াই করে প্রথম পয়েন্ট পেল বীরভূম। ম্যাচের সেরা হলেন তাদের ডিফেন্ডার আমোহ এবেনেজার। ৭ পয়েন্ট নিয়ে তিনে নর্থ বেঙ্গল। বীরভূম সবার শেষে।

রানের মাঠে আজ বাংলা বনাম বিদর্ভ

প্রতিবেদন : কলকাতার ঠান্ডা ছেড়ে রাজকোটে গিয়ে কিছুটা গরমের মধ্যে পড়েছেন সুদীপ-অভিমন্যুরা। বিদর্ভের অবশ্য সেরকম কোনও সমস্যা নেই। কলকাতার মতো ঠান্ডা নাগপুরে নেই। সেখানে দিনের বেলা সারা বছর বেশ গরম। রাজকোটেও পরিস্থিতি প্রায় নাগপুরের মতো।

বিজয় হাজারে ট্রফি দেশজুড়ে শুরু হচ্ছে বুধবার। বাংলা খেলবে বিদর্ভের সঙ্গে। হর্ষ দুবে যাদের অধিনায়ক। যশ ঠাকুর, ধ্রুব শোরে, উইকেটকিপার অক্ষর ওয়াদকরদের নিয়ে তারুণ্যে নির্ভর এই দল। ঘরোয়া ক্রিকেটে যাঁরা পরিচিত মুখ। বাংলা অবশ্য তারুণ্যের সঙ্গে অভিজ্ঞতাকেও মিশিয়েছে। অনুষ্টুপ, অভিমন্যু, শামি অনেকদিন খেলছেন। অনূর্ধ্ব ১৯-এ ভাল খেলা চন্দ্রহাস দাস, সুমিত নাগ, রবি কুমারের মতো নতুনরাও আছেন। বাংলা অবশ্য হাজারেতে পুরো শক্তির দল নিয়ে নামতে পারছে। যেটা এবার রঞ্জিতে হয়নি। শামি ছাড়াও আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার মিলে নতুন বলের আক্রমণ শানাবেন। শামির জন্য সাদা বলের এই টুর্নামেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। তিনি অবশ্য উইকেটের মধ্যেই রয়েছেন।

রাজকোট মিউনিসিপ্যাল স্টেডিয়াম নয়, বাংলা-বিদর্ভ ম্যাচ হবে সানোসারা ক্রিকেট গ্রাউন্ড এ-তে। এখানে রান উঠবে। মূলত পাটা উইকেট। যেখানে পেসার ও স্পিনাররা খুব বেশি সুবিধা পাবেন না বলে জানা গেল। তাতে বোলারদের উপর চাপ থাকবে। গ্রুপ বি-র সব খেলা হবে রাজকোটে। বাংলা ছাড়া এই গ্রুপে রয়েছে চণ্ডীগড়, জম্মু ও কাশ্মীর, অসম, বরোদা, হায়দরাবাদ, উত্তরপ্রদেশ ও বরোদা। বাকি তিনটি গ্রুপের খেলা হবে যথাক্রমে আমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু ও জয়পুরে।

মেয়েদের আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসকে নেতৃত্ব দেবেন জেমাইমা রডরিগেজ

শূন্য মাঠে আজ 'বিরাট শো'

বেঙ্গালুরু, ২৩ ডিসেম্বর : ফের নজরে রোকো! বুধবার বিজয় হাজারে ট্রফি দিয়ে ২২ গজে ফিরছেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। এছাড়াও ঋষভ পন্থ, শুভমন গিল, রবীন্দ্র জাদেজা, অর্শদীপ সিং, অভিষেক শর্মাদের মতো একঝাঁক জাতীয় দলের তারকাদের দেখা যাবে এবারের টুর্নামেন্টে। কিন্তু যাবতীয় প্রচারের আলো কেড়ে নিচ্ছেন রোহিত ও বিরাট। জাদেজা যে সৌরাষ্ট্রের হয়ে বিজয় হাজারে খেলবেন, সেটা মঙ্গলবারই জানা গিয়েছে।

বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে দিল্লির হয়ে মাঠে নামবেন বিরাট। প্রতিপক্ষ অন্ধ্রপ্রদেশ। শুরুতে কথা ছিল এই ম্যাচটা হবে আলুরে। কিন্তু যেহেতু বিরাটের মতো মহাতারকা খেলবেন, তাই ম্যাচ সরিয়ে আনা হয়েছিল চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। কিন্তু মঙ্গলবার কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা জানিয়েছে, দিল্লির সব ম্যাচই হবে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে। জানা গিয়েছে, কর্নাটকের স্বরাষ্ট্র দফতরের নির্দেশেই শেষ মুহূর্তে এই ভেনু বদল হয়েছে। মঙ্গলবার তাই দিল্লি এবং অন্ধ্রপ্রদেশ— দুই দলই সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের মাঠে প্র্যাকটিস করেছে।

কর্নাটক ক্রিকেট সংস্থা আরও জানিয়েছে, দর্শকশূন্য মাঠে হবে বিরাটদের ম্যাচ। একই সঙ্গে বেঙ্গালুরু পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের বাইরের নিরাপত্তা আরও জোরদার করার জন্য। যাতে কোনও ভাবেই কেউ মাঠে ঢুকে পড়তে না পারে। কিং কোহলির ব্যাটিং স্বচক্ষে দেখা থেকে তাই বঞ্চিত হতে চলেছেন স্থানীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। সোমবার রাতেই দিল্লি শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন বিরাট এবং পন্থ। এদিন নেটে দু'জনেই চুটিয়ে ব্যাটিং করেছেন। প্রসঙ্গত, পন্থকে দিল্লির অধিনায়ক করা হয়েছে।

এদিকে, বুধবারই জয়পুরে সিকিমের মুখোমুখি হবে মুম্বই। ২২ গজে রোহিতের প্রত্যাবর্তন ঘটছে এই ম্যাচ দিয়েই। মঙ্গলবার নেটে অনেকটা সময় ব্যাট করছেন হিটম্যান। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের আগে বিজয় হাজারের দুটো ম্যাচ খেলে নিজেকে তৈরি রাখতে চান রোহিত। অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শেষ দু'টি পঞ্চাশ ওভারের সিরিজে ব্যাট হাতে যথেষ্ট ভাল ফর্ম ছিলেন। সেই ফর্ম কিউয়িদের বিরুদ্ধেও ধরে রাখতে চান রোহিত।

বিরাট শেষবার বিজয় হাজারে ট্রফি খেলেছিলেন ১৫ বছর আগে। রোহিত খেলেছিলেন সাত বছর আগে। বোর্ডের তরফে বাকি ক্রিকেটারদের ম্যাচের সংখ্যা নির্দিষ্ট করা না হলেও। রোহিত ও বিরাটকে বলা হয়েছে বিজয় হাজারের অন্তত দু'টি ম্যাচ খেলার জন্য। অন্যদিকে, বিশ্বকাপ দল থেকে বাদ পড়ার পর বুধবার পাঞ্জাবের হয়ে খেলতে নামবেন শুভমন। নজর থাকছে তাঁর দিকেও।

দিল্লির অধিনায়ক ঋষভ পন্থের সঙ্গে বিরাট। মঙ্গলবার।

তখন মনে হয়েছিল এভাবেই যেন জিতি

নয়াদিল্লি, ২৩ ডিসেম্বর : ২০০৭-এ ভারত যখন টি-২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল তখন রোহিত শর্মার বয়স ছিল ২০। এখন তাঁর মনে হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সেই জয় তাঁদের দলের আত্মবিশ্বাস শুধু বাড়ায়নি, জয়ের অভ্যেসও তৈরি করে দিয়েছিল।

সেই বিশ্বকাপে ভারতের কাপ জয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল তরুণ মুম্বই ব্যাটারের। রোহিত তিন ম্যাচে ৮৮ রান করেছিলেন। তার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৫০ নট আউট তো ছিলই, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ফাইনালে তিনি ১৬ বলে ৩০ রান করেছিলেন। জিওহটস্টারে রোহিত পিছনের দিকে তাকিয়ে বলেছেন, ২০০৭ বিশ্বকাপ ছিল দলের সঙ্গে আমার প্রথম বছর। তখন আমার মোটে ২০ বছর বয়স। কাপ জেতার পর মনে হয়েছিল আমরা এরপর এভাবেই জয়ের পথে থাকব।

২০০৭ বিশ্বকাপ নিয়ে রোহিত

জয়পুরে হাজারের প্রস্তুতি রোহিতের।

জোহানেসবার্গে পাকিস্তানকে ৫ রানে হারিয়ে ভারত সেবার টি ২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল। দুটো দলই তাদের গ্রুপে সেরা হয়ে ফাইনালে উঠেছিল। সেমিফাইনালে ভরত ১৫ রানে হারিয়েছিল অস্ট্রেলিয়াকে। আর পাকিস্তান সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিল ৬ উইকেটে। প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর কাপ জয়ী দলের অধিনায়ক এমএস ধোনির প্রশংসা করে বলেছেন, তিনি বিপক্ষ অধিনায়কের থেকে বেশি মাথা ঠান্ডা রাখতে পেরেছিলেন। বড় মঞ্চে বরাবর ধোনি নিজেকে প্রমান করেছেন।

অধিনায়ক হিসাবে ধোনি তিনটি আইসিসি খেতাব জিতেছেন। ২০০৭-এ টি-২০ বিশ্বকাপ ও ২০১১-তে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপ ছাড়াও ২০১৩-তে তাঁর নেতৃত্বে ভারত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছিল। সবটাই ধোনি ঠান্ডা মাথায় সামলেছেন বলে ক্যাপ্টেন কুল বলে ক্রিকেট দুনিয়ায় পরিচিত হয়েছিলেন। আইসিসির হল অফ ফেমও হন। ২০০৭ বিশ্বকাপে ধোনি ভারতের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ছিলেন। ২০১১ বিশ্বকাপের ফাইনালে তিনি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন। মঞ্জরেকর বলেছেন, ধোনির গ্রেটনেস হল ও বড় মঞ্চে পারফর্ম করেছে। আর বিপক্ষ অধিনায়কের থেকে বেশি মাথা ঠান্ডা রেখেছে।

অতিরিক্ত মদ্যপান, হারের তদন্তে চোখ রুটদের দিকেও

লন্ডন, ২৩ ডিসেম্বর : অ্যাসেজে হোয়াইটওয়াশের আতঙ্ক। সঙ্গে এবার জুড়ল ইসিবি-র তদন্তের খাঁড়া। চাপের পাহাড়ে থেকে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্ট খেলতে নামবে ইংল্যান্ড। শুক্রবার থেকে মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্ট। তার আগে মোটেই স্বস্তিতে নেই থ্রি লায়ন্স। বেন স্টোকসরা এখন অ্যাসেজের মাঝে অতিরিক্ত মদ্যপানে মেতে থাকায় অভিযুক্ত। খারাপ ফল সত্ত্বেও সিরিজের মাঝে যেভাবে ছুটি কাটিয়েছেন ক্রিকেটাররা, তাতে বেজায় ক্ষুব্ধ ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। স্টোকসদের অতিরিক্ত মদ্যপানেই কি অ্যাসেজে ব্যর্থতা, বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ইসিবি।

ইংল্যান্ড বোর্ডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর রব কি তদন্তের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেছেন, লোকে বলছে যে, আমাদের খেলোয়াড়রা অ্যাসেজে ০-২ পিছিয়ে থাকা অবস্থাতেও সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটানোর সময় অতিরিক্ত মদ্যপান করে মাতাল হয়ে গিয়েছিল। বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব। একটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দল নেশায় চুর হয়ে থাকবে, এটা মেনে নেওয়া যায় না। আমি নিজে মদ খাই না। মদ্যপানের সংস্কৃতিও আমি পছন্দ করি না। এতে কোনও পরিস্থিতির উন্নতি হয় না।

বিচ-প্রমোদে ব্যস্ত ইংল্যান্ড ক্রিকেটাররা। অভিযোগের তির এটা নিয়েও।

ব্রিসবেনে দ্বিতীয় টেস্টে হারের পর ক্রিকেটারদের ছুটি দিয়েছিলেন কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। নুসায় সমুদ্র সৈকতে ছুটি কাটাতে গিয়ে অতিরিক্ত মদ্যপান করে বিতর্কে জড়ান ক্রিকেটাররা। অস্ট্রেলীয় মিডিয়ার স্লেজিংয়ের মুখেও পড়তে হয় স্টোকসদের। সবচেয়ে বেশি নজরে পড়েন হ্যারি ব্রুক ও জ্যাকব বেথেল। এঁদের সতর্কও করা হয়। রব কি আরও বলেন, নুসা ট্রিপে গিয়ে ওরা যদি শান্ত থেকে খাওয়াদাওয়া করত, রাতে ঘরেই থাকত, তাহলে কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু বিষয়টি হোটেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এটাই চিন্তার।

শীর্ষে দীপ্তি, স্মৃতি দুইয়ে

দুবাই : মেয়েদের টি-২০ বোলারদের ক্রমতালিকার এক নম্বরে উঠে এলেন দীপ্তি শর্মা। বুধবার আইসিসি যে তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে ৭৩৭ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছেন ভারতীয় স্পিনার। এক নম্বরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার অ্যানাবেল সাদারল্যান্ড নেমে গিয়েছেন দু'নম্বরে। ওয়ান ডে বোলারদের তালিকার পাঁচে রয়েছেন দীপ্তি। এদিকে, মেয়েদের ওয়ান ডে ব্যাটারদের তালিকার শীর্ষস্থান খুইয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। তিনি নেমে গিয়েছেন দ্বিতীয় স্থানে। স্মৃতিকে টপকে এক নম্বর স্থান ফের দখল করেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার লরা উলভার্ট। টি-২০ ব্যাটারদের তালিকার তিন নম্বরে রয়েছেন স্মৃতি। ওয়ান ডে-র দলগত বিভাগে তিন নম্বরে রয়েছে ভারত। প্রথম দুই স্থানে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া ও ইংল্যান্ড। টি-২০ ফরম্যাটেও ভারত তৃতীয় স্থানে।

পিসিবির অভিযোগ

করাচি, ২৩ ডিসেম্বর : সদ্যসমাপ্ত অনূর্ধ্ব ১৯ এশিয়া কাপ ফাইনালে ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণে ক্ষুব্ধ পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই বিষয়ে সরাসরি আইসিসির কাছে অভিযোগ জানাতে চলেছে পিসিবি। মঙ্গলবার এই কথা জানিয়েছেন, পাক বোর্ডের চেয়ারম্যান তথা এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের প্রধান মহসিন নকভি।

রবিবার ফাইনাল চলাকালীন ভারত-পাক ক্রিকেটারদের বারবার মেজাজ হারাতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষ করে, বৈভব সূর্যবংশী আউট হয়ে প্যাভিলিয়নে ফেরার পথে যেভাবে পাক ক্রিকেটারদের দিকে অঙ্গভঙ্গি করেছেন, তা মানতে পারছে না পিসিবি। ভারতকে হারিয়ে যুব এশিয়া কাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর, এই নিয়ে মুখ খুলেছিলেন পাক কোচ সরফরাজ আহমেদ। কড়া ভাষায় সমালোচনা করেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেটারদের আচরণের।

এই প্রসঙ্গে নকভির বক্তব্য, ফাইনালে ভারতীয় ক্রিকেটাররা পাক ক্রিকেটারদের উসকানি দিচ্ছিল। পিসিবি গোটা বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে আইসিসিকে জানাবে। রাজনীতি আর খেলাধুলো আলাদা থাকা উচিত।